দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে ভগবদিচ্ছায় গুরুবর্গ ও নিত্যপার্ষদবৃন্দের আবির্ভাব, তদানীন্তন নবদ্বীপের ভগবদ্‌বহির্ম্মুখী অবস্থা, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জল, তুলসী দ্বারা কৃষ্ণের আরাধন, মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব, দেবগণের গর্ভস্তুতি, ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় ও আনন্দোৎসবাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ ও তদ্‌বতার-তত্ত্ব---দুর্জ্ঞেয়, অন্য জীবের কথা কি, ভগবৎকৃপা-ব্যতীত ব্রহ্মাদিরও অগম্য; শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত ব্রহ্মবাক্যই তাহার প্রমাণ। ভগবদ্‌বতার-কারণ অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও শ্রীগীতার বাক্যানুসারে সাধুজন-পরিত্রাণ, দুষ্টজনোদ্ধারণ ও ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অতএব গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনই যে কলিযুগধর্ম এবং তৎপ্রবর্তনার্থই যে শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়া ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে ভগবদিচ্ছায় অনন্ত-শিব-বিরিঞ্চি-প্রমুখ নিত্যপার্ষদগণ মহাভাগবতরূপে গঙ্গা-হরিনাম-বর্জ্জিত বিভিন্ন শোচ্য-দেশে ও শোচ্য-কুলে প্রকটিত হইয়া তত্তদ্দেশ ও কুলকে পবিত্রীভূত করিয়াছেন এবং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবার পর পার্ষদবর্গ যে তথায় আসিয়া সংকীর্তন-সহায়রূপে নিজপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা পরম-সমৃদ্ধিময়ী ছিল। গঙ্গার এক-এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বরপ্রভাবে নবদ্বীপবাসী প্রাকৃত-বিদ্যারস ও সুখ-সম্পদে মগ্ন ছিল, কিন্তু সর্বত্র তাহাদের কৃষ্ণবৈমুখ্যেরই পরিচয় পাওয়া যাইত। কলির প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎ-কলিযুগোচিত আচারসমূহ দৃষ্ট হইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, বাশুলী প্রভৃতি ইতর দেবতার পূজাকেই লোকে ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করিত। পুত্তলি-বিবাহ বা পুত্র-কন্যার বিবাহের আমোদ-প্রমোদে সময় ও অর্থাদি-ব্যয়-কার্যেই অর্থের সার্থকতা আছে বলিয়া জ্ঞান করিত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্রুবগণ 'গ্রন্থ-অনুভব'-রাহিত্যহেতু ভারবাহী ও বহিরর্থমানী হওয়ায় শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার চেষ্টা দেখাইলেও শ্রোতৃবর্গের সহিত যমপাশে বদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র নরক-রাজ্যই সমুজ্জ্বল করিত। তথা-কথিত বিরক্তাভিমানী তপস্বিগণের মুখেও হরিনাম শুনা যাইত না। সকলেই 'জন্ম-ঐশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী'র অভিমানে প্রমত্ত ছিল। সেই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করিতেন। কিন্তু ভগবদ্-বহির্মুখ ব্যক্তিগণ এরূপ নির্মৎসর শুদ্ধভক্তগণকেও উপহাস ও নানাভাবে নির্যাতন করিতে ত্রুটি করিত না। তাহাদের সেই কৃষ্ণ-বহির্মুখতার পরা-কাষ্ঠা-দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় ভক্তগণের মনোবেদনা-দূরীকরণার্থ জীবদুঃখদুঃখী অদ্বৈতাচার্য-প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জগতে অবতীর্ণ করাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেন এবং জল-তুলসী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বে মাঘী শুক্ল-ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা-গ্রামে শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে তৎপত্নী শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভসিন্ধুতে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। এদিকে শ্রীনবদ্বীপেও শ্রীশচী-জগন্নাথের একে একে বহুতর কন্যার তিরোভাবের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীবিশ্বরূপপ্রভু আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অল্প কয়েক

বর্ষ পরেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরহরি দেবকী-বসুদেবাভিন্ন শ্রীশচী-জগন্নাথের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া স্বাংশ-অবতারগণের সহিত তাঁহাদের 'অবতারী' স্বয়ং ভগবান্ পরতত্ত্ব শ্রীগৌর-কৃষ্ণের গর্ভস্তুতি করেন। ফাল্গুন-পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের সহিত কৃষ্ণসংকীর্তন-পিতা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে উদিত হইলেন। অতঃপর, চতুর্দিকে উৎসবানন্দ, মঙ্গল-জয়ধ্বনি এবং দেবতাগণের নররূপে শচীগৃহে আগমনপূর্বক ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি বিষয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথপুত্র মহা-মহেশ্বর।।১।।

জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ।।২।।

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তির উদয়—

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।৩।।

সভক্ত-প্রভুপদে প্রণামপূর্বক গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-কীর্তনার্থ প্রার্থনা—

পুনঃ ভক্তসঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার।।৪।।

পুনরায় স্বাভীষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়গান—

জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ।।৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

'গদাধরের জীবন',—শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। শক্তিতত্ত্বের 'আকর' বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীনীলাচল-লীলা, উভয়ত্রই কথিত। শ্রীনবদ্বীপ-নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল, পরে নীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া সমুদ্রোপকুলে টোটায় বা উপবনাভ্যন্তরে বাস করেন। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুররস-ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের 'অন্তরঙ্গ-ভক্ত'-নামে কথিত হ'ন। যাঁহারা মধুররসে ভগবদ্ভজনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। শ্রীনরহরি প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন; তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীগদাধরের প্রিয়সেব্য জ্ঞানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নিত্যানন্দের জীবন' এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাকে 'গদাধরের জীবন' বলিয়া থাকেন।

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এবং নারদের অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতাদি ভক্তগণের শরণ্যবিগ্রহও শ্রীগৌরসুন্দর।

এতদ্দ্বারা পঞ্চতত্ত্বই বর্ণিত হইয়াছেন। ভক্তরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, ভক্তস্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তাবতারস্বরূপে শ্রীঅদ্বৈত ভক্তশক্তিরূপে শ্রীগদাধরাদি ও ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি,—এই পঞ্চবিধলীলা-বিচারে শ্রীগৌরতত্ত্ব—পঞ্চবিধ।।২।।

ভক্তগোষ্ঠী,—ভজনীয় বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার আশ্রিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রমুখ চারিটি ভক্ততত্ত্ব মিলিত হইয়াই 'ভক্তগোষ্ঠী'। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত এই গোষ্ঠীর অন্য কোন কৃত্য নাই।

শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিলেই জীবের স্বরূপ বিচার উপস্থিত হয়। সেই স্বরূপের বৃত্তিই 'কৃষ্ণভক্তি' বলিয়া কথিত। জীবের কর্ণদ্বয় সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিত্য আহার্য-বস্তু শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং প্রকাশাদি-তত্ত্ববিষয়ক কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিলে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তির উন্মেষ ফলে তিনি অখিল চেষ্টাদ্বারা ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্ত হ'ন।।৩।।

সাবরণ শ্রীল প্রভুকে পুনরায় নমস্কার করিয়া গ্রন্থকার স্বপ্রয়োজন ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে 'স্বীয় জিহ্বায় শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-লীলা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হউক',—এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন।।৪।।

সেব্য-তত্ত্বের কৃপা-ফলেই সেবক-হৃদয়ে তত্ত্বস্ফূর্তি—

অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই ভাই আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত।।৬।।

শ্রুতি ও ভাগবতের প্রমাণ;—পূর্বে কৃষ্ণকৃপা-ফলেই ব্রহ্মার হৃদয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব-স্ফূর্তি—

ব্রহ্মাদির স্ফূর্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্বশাস্ত্রে, বেদে, ভাগবতে এই গায়।।৭।।

তথাহি (ভাঃ ২।৪।২২)—

শ্রীশুক কর্তৃক পূর্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয় কীর্তনলক্ষণা বাণীর প্রাকট্য-বিধানকারী ভগবানের প্রসাদ-যাচ্ঞা—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্।।৮।।

শ্রীগৌরহরি—কৃপা-সমুদ্র। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ১৫শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।" শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুও তাঁহাকে 'মহাবদান্য' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ'-নামে প্রণাম করিয়াছেন। মাধুর্যলীলা বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় গৌর-লীলায় ঔদার্য-লীলারই অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ—সেবা-বিগ্রহ। বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্যসূত্রে তিনি—আশ্রয়-বৃত্তিবিশিষ্ট শুদ্ধভক্তগণের পূজ্য বিষয়-বিগ্রহ। যদিও সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীমন্নিত্যানন্দ রাম—স্বয়ং বিষ্ণুবস্তু, তথাপি তিনি স্বয়ংরূপের ঔদার্যলীলার পরম সহায় ও ভৃত্য, তিনি দশদেহ ধারণ করিয়া স্বীয় প্রভুর নিত্য সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়মণ্ডলে ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীঅর্চা-বিগ্রহ বা শ্রীমূর্তি আজও বিদ্যমান।।৫।।

শ্রীগৌর-নিতাই-প্রভুদ্বয় ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ, সকলেই অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ দাম্ভিক সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ দাম্ভিক অচিদ্দ্রষ্টা অক্ষজ-জ্ঞানী মনোধর্মীর নিকট তাঁহারা 'বিদূরকাষ্ঠ'রূপে বর্তমান অর্থাৎ উহার নিকট স্ব-স্বরূপ অপ্রকাশিত রাখেন; কেবল শরণাগত, সমর্পিতাত্ম সেবকের নিকটই অনুগ্রহপূর্বক স্বীয় দুর্বিজ্ঞেয়-স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১ ম পঃ ২য় শ্লোকে) বলেন,—"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।" পুনরায় (ঐ আদি ১ম পঃ ৯৮—) "সেই দুইভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।।"

অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব,—অর্থাৎ যাঁহাদের তত্ত্ব—প্রাকৃত বা অচিদ ভোগপর-বুদ্ধিতে অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞানাতীত অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব।।৬।।

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে ভগবান্ শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদিলীলা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব সর্বপ্রথমে ভগবৎস্মরণপূর্বক স্বীয় অভীষ্ঠ দেবকে বন্দনা করিতেছেন,—

অন্বয়। পুরা (কল্পাদৌ) অজস্য (ব্রহ্মণঃ) হৃদি সতীং (সৃষ্টিবিষয়াং) স্মৃতিং বিতন্বতা (প্রকাশয়তা যেন ঈশ্বরেণ) প্রচোদিতা (প্রেরিতা সতী) স্বলক্ষণা (স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তি ইতি, সা) সরস্বতী (বেদরূপা বাণী) আস্যতঃ (তস্য ব্রহ্মণঃ মুখাৎ) প্রাদুরভূৎ (আবির্বভূব), স ঋষীণাং জ্ঞানপ্রদানাম্) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যর্থ্য) মে (ময়ি) প্রসীদতাম্।।৮।।।

অনুবাদ। পূর্বে কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রদর্শিনী বেদাত্মিকা বাণী সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।।৮।।

তথ্য। (ভাঃ ১।১।১) 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে'; (ভাঃ ১১।১৪।৩—) 'ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ' (ভাঃ ১২।১৩, ১০, ১৯,২০—) 'ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে . . . . . সম্প্রকাশিতম্'; . . . . 'কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলজ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা'; . . . . . 'য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে' ইত্যাদি ভাগবতের বহুস্থানে শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে শ্রীভাগবত সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আদিগুরু আদি-কবি ব্রহ্মার বেদ বা বেদের প্রপক্কফল পরবিদ্যাত্মক শ্রীভাগবত-শ্রবণের আখ্যান দৃষ্ট হয়।

পদ্মযোনিরও স্ব-চেষ্টায় অধোক্ষজ-ভগবদ্দর্শনে অসামর্থ্য—

পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাই কিছুই দেখিতে।।৯।।

শরণাগতি-প্রভাবেই ব্রহ্মার অধোক্ষজ ভগবদ্দর্শন-লাভ—

তবে যবে সর্বভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন।।১০।।

কৃষ্ণকৃপা-ফলেই ব্রহ্মার শুদ্ধকীর্তন ও ভগবজ্ জ্ঞান-লাভ—

তবে কৃষ্ণকৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব-অবতার-স্থিতি।।১১।।

সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তদবতার-তত্ত্ব—দুর্জ্ঞেয়—

হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কা'র শক্তি জানিবার?১২।।

(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮,২২---) 'যো ব্রহ্মাণং বিদধানি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।'' ......'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরা কল্পে প্রচোদিতম্।'' (বৃঃ উঃ ২।৪।১০ বা ৪।৫।১১--) 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যানুব্যাখ্যানানি সর্বানি নিঃশ্বসিতানি।।''৮।।

ব্রহ্মার সাতটী জন্মের কথা মহাভারতে শান্তিপর্বে ৩৪৭ অঃ ৪০-৪৩ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। পাদ্মজন্ম ব্যতীত ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম, শ্রবণজন্ম, নাসিকজন্ম ও অণ্ডজজন্ম,----এই ছয়টী জন্ম হইয়াছিল। পাদজন্মে ব্রহ্মা স্বীয় চক্ষু উন্মীলন-পূর্বক তদীয় আরাধ্যবস্তুকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াই তিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করিলেন। এজন্যই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,---''নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম।।'' (---কঠ, ২।২৩ এবং মু. উ. ৩।২।৩)।

সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ স্বীয় ঔদার্য-লীলা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাতে স্ব-স্বরূপ দর্শন ও শব্দ প্রকাশ করিবার শক্তি সঞ্চার করিবার পর ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে 'ওঁ' ও 'অথ' শব্দদ্বয় প্রকাশিত হইয়ছিল। তাহাতে তিনি 'আরোহ'—বাদের পরিবর্তে 'অবরোহ' 'অবতার'-বাদ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের বিভিন্ন নিত্যচিদ্বৈচিত্র্যময় বিলাস এবং অসীম-কৃপা-প্রকাশপূর্বক প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা অবগত হইয়ছিলেন। (ভাঃ ১।১।১) '' তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে'' বাক্যেও এই কথা উল্লিখিত আছে।

কৃষ্ণকৃপা-রূপিণী সন্মুখরিতা বীর্যবতী কৃষ্ণকীর্তন সরস্বতী ব্যতীত জীবের ভোগাধারণোত্থ প্রাণহীন শব্দের দ্বারা তাহার কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ জড়-বশ্যতা দূরীভূত হয় না।।৯-১১।।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা—অক্ষজজ্ঞানমত্ত জনগণের সর্বতোভাবে দুর্জ্ঞেয়। অক্ষজজ্ঞানবাদী---সর্ব-বিষ্ণু ও শক্তি-কোটির প্রভু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান্ চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণেরও অংশী না জানিয়া, সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত যদুবংশের অধস্তন একজন ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কর্মবীরমাত্র বলিয়া থাকেন অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্রমে সর্ব-মূলকারণ পরতত্ত্বরূপে না জানিয়া তাঁহাকে জীবের ন্যায় মায়িক-বিগ্রহ-জ্ঞানে বহুবিধ পার্থিব জড়ীয় ভোগ্যবস্তুর অন্যতম বলিয়া মনে করেন। জগতে পরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ ভগবানের অবতারিরূপে অবতরণকালে নৈমিত্তিক-লীলাবতারগণও আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হ'ন; তাহাও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত মানব নিজ চেষ্টাদ্বারা কখনই কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহাকে কৃপা করিয়া স্ব-স্বরূপের লীলা প্রদর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।১৪।৩) '' জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য''-শ্লোক আলোচ্য।।''১২।।

''অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্ত-জগদাধার-মূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।।''---শ্রীযশোদা স্বীয় তনয়ের মুখ দর্শনে এই বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ব্রহ্মার উক্তিতেও (ভাঃ ১০ ম স্কন্ধ, ১৪শ অঃ) কৃষ্ণলীলার অচিন্ত্যত্ব ও সুদুর্গমত্ব কথিত হইয়াছে।।১৩।।

ব্রজের গো-বৎস হরণকারী ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব জ্ঞাত হইয়া স্তব করিতেছেন,---

অন্বয়। (হে) ভূমন্! (হে বিরাট!) ভগবন্! (হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ!) পরাত্মন্! (হে অন্তর্যামিন্!) যোগেশ্বর! (হে সর্বজ্ঞ! সর্বশক্তিমন্!)

অধোক্ষজ কৃষ্ণের অবরোহ-লীলা-বিলাস—ভোগপর বাক্য-মনের অগোচর—

অচিন্ত্য, অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা।।১৩।।

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।২১)—

ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি-বাক্য, ভগবানের অচিন্ত্য যোগমায়া-বৈভব—

কো বেত্তি ভুমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।।১৪।।

কৃষ্ণের অবতারণ-কারণ—জীব বুদ্ধিতে দুর্জ্ঞেয় ও দুর্নির্দেশ্য—

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কা'র শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার?১৫।।

ভাগবত ও গীতার বচনই প্রমাণ-রূপে গ্রাহ্য—

তথাপি শ্রীভাগবতে, গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি, যে-নিমিত্তে 'অবতার' হয়।।১৬।।

তথাহি (গীঃ ৪।৭-৮)—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের) প্রপঞ্চে অবতার-কাল ও কার্য-নির্দেশ—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।১৭।।

অহো (বিস্ময়ে) ক্ব (কুত্র) বা, কথং (কেন হেতুনা) বা, কতি (কতিবিধ-প্রকারেণ) বা, কদা (কস্মিন্‌কালে) বা, ত্বং যোগমায়াং (অচিন্ত্য-স্বরূপ-শক্তিং) বিস্তারয়ন্ (প্রকটয়ন্) ক্রীড়সি (বিলসসি),—ইতি ভবতঃ (তব) উতীঃ (লীলাঃ) ত্রিলোক্যা (ভুবনত্রয়ে) কঃ বেত্তি (ন কোঽপ্যতোঽচিন্ত্যং হি তব যোগমায়া-বৈভবমিতি ভাবঃ)।।

অনুবাদ। হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! কি আশ্চর্য! আপনি কখন বা কোথায়, কেন বা কতপ্রকারে স্বীয় স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া যে-সকল ক্রীড়া-বিলাস করিয়া থাকেন, ত্রিজগতের মধ্যে কে সেইসকল লীলা জানিতে পারে? (অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না)।।১৪।।

তথ্য। 'যদি বল, স্বতন্ত্র-স্বরূপ আপনার কেনই বা কুৎসিৎ মৎস্যাদি-কুলে জন্ম-পরিগ্রহ, কেনই বা বামনাদি অবতারে যাচ্ঞাদি দৈন্যব্যবহার-প্রদর্শন, আর কেনই বা এই অবতারে কদাচিৎ পলায়নাদি লীলা শুনা যায়?' তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা। 'ভূমন্' ইত্যাদি যথার্থ সম্বোধনগুলিদ্বারা ভগবানের দুর্জ্ঞেয়ত্বই বলিতেছেন,—('শ্রীধর)।।

'ভূমন্'-শব্দে—অপরিচ্ছিন্ন; 'ভগবান'-শব্দে—সর্বৈশ্বর্য যুক্ত; 'পরাত্মন্'-শব্দে—সর্বান্তর্যামিন্ বা সর্বকারণস্বরূপ; 'যোগেশ্বর' শব্দে —স্বাভাবিক যোগশক্তিপ্রভাবে সর্বকালব্যাপক। (আপনার লীলা অন্য কেহ জানে না বটে,) কিন্তু আপনি 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া স্বয়ংই সেই অপরিচ্ছিন্ন লীলা সমূহের আধার, আপনি 'সবৈশ্বর্যযুক্ত' বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকার, আপনি 'পরমাত্মা' বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের ইয়ত্তা এবং আপনি সর্বকালব্যাপী বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকটকাল অবগত আছেন। 'যোগমায়া' শব্দে 'মহাস্বরূপশক্তি' (—শ্রীজীবপ্রভু)।

'যদি বলা যায়, ভূভার-হরণার্থই আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) অবতরণ, রাবণ-বধার্থই শ্রীরামের অবতরণ, তত্তদ্‌যুগধর্ম প্রবর্তন-নিমিত্তই শুক্লাদি অবতারগণের আবির্ভাব প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু জ্ঞানী অভিমানী অসুরগণের দুর্মদ বিনাশের নিমিত্ত আপনার অবতার হইয়াছে,—ইহা ত' জানা যায় নাই?' সত্য, কিন্তু আপনার প্রাদুর্ভাবাদি লীলাসমূহ কোন্ কোন্ বিষয়ে কি-কি-প্রয়োজনময়, কখন, বা কতটুকুই বা হয়, তাহা সমগ্রভাবে জানিতে কেহই যে সমর্থ নহে, তাহাই বলিবার উদ্দেশে এই শ্লোকের অবতারণা।

'ভূমন্'-শব্দে বিশ্বব্যাপক অনন্তমূর্তিবিশিষ্ট, 'ভগবান্'-শব্দে বিরাট্‌ত্ব-সত্ত্বেও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ 'পরাত্মন্' শব্দে ভগবত্তা-সত্ত্বেও পরমাত্মস্বরূপ, ' যোগেশ্বর'-শব্দে স্বীয় যোগমায়া-কৃপা প্রভাবেই অনুভবনীয় বিরাট্‌ত্বাদি মহা-মহৈশ্বর্যযুক্ত। 'উতি'-শব্দে জন্মাদি-লীলা। যদি বলা যায়, 'আপনার অনন্তমূর্তিসমূহ যখন বিশ্বব্যাপিকা ষড়ৈশ্বর্যময়ী পরমাত্মস্বরূপা, কিন্তু পাঞ্চভৌতিকী জড়া নহে, ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্তিনী থাকিয়াই ভক্তজন বিনোদিনী লীলাসমূহ অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেইসকল শ্রীমূর্তি যে সর্বদা যুগপৎই বিহার করিতেছেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব?' তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তত্তদুপাসক-ভক্তবর্গের প্রতি সেইসকল শ্রীমূর্তির অচিন্ত্য যোগমায়াপ্রভাবেই যথাকালে প্রকাশ ও আবরণ প্রদর্শনপূর্বক লীলা-নির্বাহ হইতেছে।' (—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর)।।১৪।।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।১৮।।

শ্লোকার্থ—

ধর্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে-দিনে।।১৯।।
সাধুজন-রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পা'য় করে বিজ্ঞাপনে।।২০।।
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।।২১।।

কলিযুগের ধর্ম এবং অবতার বা উপাস্য-নির্দেশ—

কলিযুগে 'ধর্ম' হয় 'হরি-সংকীর্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।২২।।

শ্রীভাগবতের বচন প্রমাণ—

এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্ব-সার।
'কীর্তন'-নিমিত্ত' গৌরচন্দ্র-অবতার'।।২৩।।

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)—

কলিযুগে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষান্তে কৃষ্ণকীর্তন-রত সাবরণ শ্রীগৌরকৃষ্ণই সংকীর্তন-যজ্ঞে উপাস্য—

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।২৪।।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।২৫।।

যুগধর্ম-পালক শ্রীগৌর-নারায়ণ—

কলিযুগে সর্ব-ধর্ম—'হরি-সংকীর্তন'।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ।।২৬।।

বিবৃতি। কৃষ্ণতত্ত্বের অধিক আর কোন তত্ত্ব না থাকায় শক্তিমান্ কৃষ্ণের বিক্রম উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই; তিনি কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং পরতত্ত্ব হইয়া প্রপঞ্চে স্বীয় নিত্যলীলার অবতারণ করান,—তাহা সম্যক বুঝিবার শক্তি কাহাকেও তিনি দেন নাই।।১৪।।

আরোহবাদী জড়-জগতে 'কার্য'-দর্শনে কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ন। যেখানে জগৎ—'কার্য' এবং সেই জগতের সম্বন্ধে কোন ক্রিয়ার কর্তৃতত্ত্বের উদ্দেশ নির্ধারিত হইবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহা দুরধিগম্য হইলেও, নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুন সমীপে কীর্তিত শ্রীগীতায় শ্রীগ্রন্থকার যে যথার্থ হেতু বর্ণন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই এখানে লিখিতেছেন। গ্রন্থকার স্বীয় চেষ্টার বলে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার কারণ অনুসন্ধান না করিয়া শ্রৌতবাক্যের অনুবর্তী হইয়াই ঐ কারণের উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকবিরাজ-গোস্বামি প্রভু এতাদৃশ কারণকে বৈধভক্তিপরায়ণ লোকের প্রয়োজন-মাত্র 'গৌণ কারণ' বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর ঐ অবতারকে 'নৈমিত্তিক অবতার'—নামে অভিহিত করিয়াছেন।।১৫।।

অন্বয়। (হে) ভারত! ভরতবংশাবতংস অর্জুন!) যদা যদা হি ধর্মস্য (শ্রীহরিতোষণপরস্য, শ্রীহরৌ কর্মার্পণরূপস্য দৈব-বর্ণাশ্রমলক্ষণস্য) গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্মস্য (হরিবৈমুখ্যবর্ধনপরস্য) চ অভ্যুত্থানম্ (আধিক্যং ভবতি), তদা অহম্ আত্মানং (স্বং) (প্রকটয়ামি, ন তু জড়দ্রব্যমিব নির্মমে, তস্য নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ)।।১৭।।

অনুবাদ। হে ভরতবংশ্য অর্জুন! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়েই আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই।।১৭।।

তথ্য। (ভাঃ ৯।২৪।৫৬ শ্লোকে) পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—)"যদা যদা হি ধর্মস্য ক্ষয়োঃ বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মানঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ।।" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

'আমি আত্মাকে শ্রীবিগ্রহকে) সৃষ্টি করি, অর্থাৎ অসুরমোহিনী মায়াদ্বারা আপনাকে সৃষ্ট-পদার্থবৎ দেখাইয়া থাকি।' (—শ্রীল বিশ্বনাথ-কৃত 'সারার্থবর্ষিণী')।

'ধর্ম'-শব্দে বেদোক্ত ধর্ম; 'গ্লানি'-শব্দে বিনাশ; 'অধর্ম'—ধর্ম-বিরুদ্ধ; 'অভ্যুত্থান'-শব্দে অভ্যুদয়; 'সৃষ্টি করি' অর্থাৎ প্রকটিত করি, কিন্তু (জড়দ্রব্যবৎ) নির্মাণ করি না, যেহেতু আমি সৃষ্টির পূর্বেই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া আমা হইতেই সম্ভূত কালের প্রভুত্ব আমার উপর থাকিতে পারে না।' (—শ্রীবলদেব-কৃত 'গীতাভূষণ')।

স-পরিকর শ্রীভগবানের যুগধর্ম শ্রীনাম-সংকীর্তন-পালন—

কলিযুগে সংকীর্তন-ধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব-পরিকরে।।২৭।।

ভগবদাবির্ভাবের অগ্রে নিত্যপার্ষদবৃন্দের নর-কুলে আবির্ভাব—

প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব-পরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর।।২৮।।

শ্রীকৃষ্ণের সর্বাবতার-সেবক সকল পার্ষদেরই শ্রীগৌর-লীলার ভক্তরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ—

কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ, আপ্তগণ।।২৯।।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণেরই নিজ-জন-তত্ত্বাবগতি-সামর্থ্য—

'ভাগবত'-রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন,—যাঁর অংশে জন্ম যাঁর।।৩০।।

পঞ্চগৌড়ে ভক্তগণের আবির্ভাব—

কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢে, ওড্র-দেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে।।৩১।।

শ্রীনবদ্বীপ ধামেই সকলের সম্মিলন—

নানা-স্থানে 'অবতীর্ণ' হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' হৈল সবার মিলন।।৩২।।

'অধর্ম'---(ভা ৭।১৫।১২-১৪ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি---) ''বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবত্ত্যজেৎ।। ধর্ম-বাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্য- চোদিতঃ। উপধর্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ।। যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্। স্বভাবো বিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে।।''

অর্থাৎ, (১) বিধর্ম, (২) পরধর্ম, (৩) ধর্মাভাস, (৪) উপধর্ম, (৫) ছলধর্ম,---এই পাঁচটী অধর্ম-শাখাকে ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি অধর্মের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। তন্মধ্যে ধর্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলেও যাহা---স্ব-ধর্মের বিঘ্নস্বরূপ, তাহাই 'বিধর্ম'; অন্যের প্রেরণা ক্রমে যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, উহাই 'পরধর্ম'; পাষণ্ডাচার বা দম্ভমূলক ('অতিবাড়ী') ধর্মই 'উপধর্ম'; বিপ্রলিপ্সা মূলে 'ধর্ম'-শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা-দ্বারা যাহা স্থাপিত হয়, অথবা, যাহা 'ধর্ম'-শব্দমাত্র কৃত্রিমভাবে ধারণ করে, তাহাই 'ছলধর্ম'; মানবগণ স্বেচ্ছাক্রমে যাহা করে, তাহাই 'ধর্মাভাস'; উহা---আশ্রমধর্ম হইতে পৃথক্। স্বভাববিহিত ধর্ম কাহারই বা প্রশান্তিজনক হয় না? ১৭।।

বিবৃতি। ''আমার আবির্ভাবের এইমাত্র নিয়ম যে, আমি--ইচ্ছাময়; আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখনযখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্বাহক বিধিসকল ---অনাদি, কিন্তু কালক্রমে যখন ঐসকল বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষ-ক্রমে অধর্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমা ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত-ভূমিতে আমার যে উদয় দেখিতে পাও, তাহা নহে, আমি দেব-তির্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই প্রয়োজনমত ইচ্ছাপূর্বক উদিত হই; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্মকে 'স্বধর্ম' বলিয়া স্বীকার করে, উহারও গ্লানি হইলে তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশাবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু এই ভারত-ভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্মরূপী সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সুষ্ঠুভাবে আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজা সকলের ধর্ম-সংস্থাপনকরণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার ও অংশাবতার প্রভৃতি যত যত রমণীয় অবতার, তাহা এই ভারত ভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম-কর্মযোগ, তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলস্বরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হয়, দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপা-জনিত 'আকস্মিকী' বলিয়া জানিবে। (---শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষ্য)।।১৭।।

অন্বয়। সাধূনাং (স্বধর্মবর্তিনাং) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (দুষ্ট কর্ম কুর্বন্তীতি দুষ্কৃতাঃ, তেষাং) বিনাশায় (বধায়) চ (এবং) ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় ধর্মস্য সংস্থাপনং তস্মৈ ইদং নিত্য-ধর্মং প্রকটিতু স্থিরীকর্তুমিত্যর্থঃ) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) সম্ভবামি (অবতীর্ণঃ অস্মি)।।১৮।।

অনুবাদ। সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে প্রকটিত, অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই।।১৮।।

বস্তুতঃ জীবোদ্ধার নিমিত্তই শ্রীধাম-সহ সকলের অবতরণ, কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে জাতি ও স্থান-সামান্য-বুদ্ধিতে চিদ্ধাম ব্যতীত অন্যত্র প্রাকট্য-দর্শন—

সর্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে।
কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অন্য-স্থানে।।৩৩।।

শ্রীহট্টে প্রকটিত ভক্তগণ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত, আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর-দেব—ত্রৈলোক্য-পূজিত।।৩৪।।
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর।
'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার'।।৩৫।।

চট্টগ্রামে প্রকটিত ভক্তগণ ও যশোহরে প্রকটিত ঠাকুর-হরিদাস—

পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি—বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত-বাসুদেব নাম।।৩৬।।
'চাটিগ্রামে' হৈল ইঁহা-সবার 'পরকাশ'।
'বূঢ়নে' হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।।৩৭।।

রাঢ়ে ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ—

রাঢ়-মাঝে 'একচাকা'-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্।।৩৮।।

তথ্য। দুষ্টের নিগ্রহ করায় ভগবানের নির্দয়ত্বের আশঙ্কা করিতে হইবে না; যথা ''লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ-দোষয়োঃ।।'' অর্থাৎ স্বীয় শিশু-সন্তানের প্রতি মাতার লালন ও তাড়ন ব্যবহারে যেমন অকারুণ্য (নিষ্ঠুরতা) প্রকাশ পায় না, প্রত্যুত স্নেহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বর বিষ্ণুর সুর-পালন ও অসুর বিনাশেও দয়াই প্রদর্শিত হয়, বুঝিতে হইবে।' (---শ্রীধরস্বামি-কৃত 'সুবোধিনী')।

'যদি বলা যায়,----আপনার ভক্ত রাজর্ষি বা ব্রহ্মর্ষিবৃন্দই ত' ধর্মহানি ও অধর্মবৃদ্ধি দূরীভূত করিতে সমর্থ, ইহার জন্য আপনার অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি? সত্য, কিন্তু সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপন, এই কার্যত্রয় ---অন্যের পক্ষে 'দুষ্কর' বলিয়াই আমি অবির্ভূত হই। 'সাধুগণের পরিত্রাণ' শব্দে আমার দর্শনোৎকণ্ঠাক্রান্তচিত্ত ঐকান্তিক-ভক্তগণের যে ব্যগ্রতারূপ দুঃখ, তাহা হইতে পরিত্রাণ; 'দুষ্কৃতাং'-শব্দে আমার ভক্তগণের ক্লেশোৎপাদক (দ্রোহকারী) এবং আমা ব্যতীত অন্যের অবধ্য রাবণ, কংস ও কেশী প্রভৃতি অসুরগণের; 'ধর্ম সংস্থাপক' শব্দে মদীয় ধ্যান যজন-পরিচর্যা সংকীর্তন লক্ষণযুক্ত পরমধর্মের,---যাহা আমাব্যতীত অন্যকর্তৃক প্রবর্তিত হইবার অযোগ্য,---তাহার সম্যক্ স্থাপন; 'যুগে যুগে' অর্থাৎ প্রতিযুগে বা প্রতিকল্পে; দুষ্ট-নিগ্রহকারী ভগবানের বৈষম্য আশঙ্কা করিতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের হস্তে নিধন-ফলে দুষ্ট অসুরগণেরও স্ব-স্ব-দুষ্কৃত-লব্ধ নরক ও সংসার হইতে পরিত্রাণ-লাভ হওয়ায় উহাদের প্রতি ভগবানের নিগ্রহও 'অনুগ্রহ' বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে।' (---শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)।

'সাধুগণের পরিত্রাণ' শব্দে আমার রূপ-গুণ-নিরত, আমার সাক্ষাৎকারাকাঙ্ক্ষা, সুতরাং আমার সাক্ষাৎকারাভাবে অতিব্যগ্রতা-রূপ যে দুঃখ, তাহা হইতে স্বীয় ভক্তজন-মনোহর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-দ্বারা পরিত্রাণ; 'দুষ্কৃতাং'-শব্দে দুষ্টকর্মকারী ও আমাব্যতীত অন্যের অবধ্য রাবণ ও কংসাদি ভক্তদ্রোহিগণের; 'ধর্ম'-শব্দে একমাত্র আমরই অর্চন ধ্যানাদি-লক্ষণুক্ত শুদ্ধভক্তিযোগ; উহা বৈধ হইলেও অন্য-কর্তৃক প্রচারিত হইবার অযোগ্য, 'সংস্থাপন'-শব্দে সম্যক প্রচার। এই তিনটী কার্যই আমার অবতারের 'কারণ'। দুষ্ট-বধের দ্বারা ভগবানের বৈষম্য বুঝিতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের হস্তে দুষ্টগণের নিধন-ফলে উহাদের মোক্ষানন্দ লাভ হওয়ায় ভগবানের নিগ্রহই অনুগ্রহরূপে পরিণত হয়।' (---শ্রীবলদেব)

বিবৃতি। 'রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত আছেন, তাঁহাদের সত্তায় আমি 'শক্ত্যাবেশ' করতঃ 'বর্ণাশ্রমধর্ম' সংস্থাপন করি। কিন্তু বস্তুতঃ পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শনলালসোত্থ দুঃখ হইতে তাহাদের পরিত্রাণের জন্যই আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব 'যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে ঐ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ-কংসাদিকে বধ করতঃ উদ্ধার করি এবং শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের 'নিত্য স্বধর্ম' সংস্থাপন করি। 'আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই',—এই কথা দ্বারা কলিকালেও যে আমার অবতার হয়, ইহা স্বীকার করিবে। সেই কলিকালের অবতার কেবল 'কীর্তনাদিদ্বারা পরম-দুর্ল্লভ 'প্রেম' সংস্থাপন করিবেন; তাহাতে অন্য তাৎপর্য না থাকায়, সেই অবতার সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের

পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীহাড়াই-পণ্ডিতকে কৃপা—

হাড়াইপণ্ডিত-নাম শুদ্ধবিপ্র-রাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ।।৩৯।।

প্রেমদাতা পরম দয়ালু শ্রীগৌরহরি-সেবকবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম।।৪০।।

নিকট 'গোপনীয়'। আমার পরম-ভক্তগণ স্বভাবতঃই সেই অবতার-কর্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমি (অর্জুন)ও তৎসাহচর্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। সেই কলিজন-নিস্তারক অবতারকর্তৃক দুষ্কৃতজনের দুষ্কৃতিবিনাশ ব্যতীত যে অসুরবিনাশ-কার্য নাই,---ইহাই সেই 'গুহ্য' অবতারের পরম রহস্য।' (---শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।।১৮।।

নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তির ভূমিকায় ভগবদ্‌বিমুখ জীবের বিচরণ কালে তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জড়-ভোগ-চেষ্টা বৃদ্ধি করে, তৎকালে ধর্মের অভাবে অধর্মের বিক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরোহবাদ--অধর্মে অবস্থিত; তাহাতে শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা প্রবৃত্তি নাই। শ্রীঅধোক্ষজ সেবা পরায়ণ ভক্তগণ সর্বদা মায়াবদ্ধ জীবের অক্ষজজ্ঞান-প্রণোদিত অধর্ম-মূলক-চেষ্টা-দ্বারা উপদ্রুত হ'ন। আরোহবাদী দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা এবং জাতরূপ,---এই পঞ্চ সম্পত্তিতে আপনাকে সম্পন্ন ও বলীয়ান্ মনে করিয়া তাহার নিত্যকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ অধোক্ষজ সত্যবস্তুকে সর্বদাই আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তাদৃশ আরোহবাদী বা অক্ষজজ্ঞানীর চেষ্টাকে স্তব্ধ করাইবার জন্য এবং অধিরোহবাদীর উৎক্রমণ-পথের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই অসুরমোহিনী অবিদ্যা-বিনাশকারী অনন্তবীর্যশালী বাস্তব সত্যস্বরূপ শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হউন,---ব্রহ্মার এরূপ আবেদন যুগে যুগে ভগবৎ পাদপদ্মে উপস্থিত হয়।।১৯-২০।।

সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলের জন্য যখন ভগবানের অবতরণ প্রার্থনা করেন, তৎকালেই নিত্য প্রকটিত বাস্তব-সত্যবস্তু স্বীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধাম হইতে প্রপঞ্চে স-পরিকরে অবতীর্ণ হ'ন। সাময়িক মঙ্গল-বিধানরূপ যুগ-ধর্মের পুনঃসংস্থাপন-কার্যও তদীয় উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়া শুভদৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তগণ জানিতে পারেন। নৈমিত্তিকলীলাবতরণ কার্যটী---ধর্মসংস্থাপক-মূলক যুগধর্ম।।২১।।

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা ও কলি যুগে হরিসংকীর্তনই জীবের ধর্ম-রক্ষার সোপান। ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন সেই হরিসংকীর্তনের অবতারণ মুখে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।২২।।

কলিকালে জীবগণ তর্কহত হইয়া নানাপ্রকার বিবাদে প্রমত্ত হ'ন। তাঁহাদের চরমকল্যাণ-বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য নিরস্তকুহক পরম-সত্য সচ্চিদানন্দ-ভগবদ্‌বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্তন প্রচার করেন। শ্রীগৌরসুন্দরই যে সর্ব তত্ত্বসার অর্থাৎ পরতত্ত্ববস্তু এবং তিনি যে সংকীর্তন-বিগ্রহ, ----এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে।।২৩।।

'ভগবান শ্রীহরি কোন্ সময়ে কোন্ বর্ণবিশিষ্ট ও কিরূপ আকারযুক্ত হইয়া, এবং কি নামে ও কোন্ প্রকার বিধিদ্বারা পূজিত হয়েন?'--বিদেহরাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজনমুনি তাঁহার নিকট কলিকালের অবতার ও তদ্‌ভজনপ্রণালী এই শ্লোকদ্বয়ে বর্ণন করিতেছেন,----

অন্বয়। হে উর্বীশ, (পৃথ্বীপতে নিমিরাজ,) ইতি (পূর্বোক্তরূপেণ) দ্বাপরে (যুগে ভক্তাঃ) জগদীশ্বরং (নিগমাগম-শাস্ত্রকথিতেন অর্চন বিধিনা বাসুদেবাদি-চতুর্ব্যূহাত্মকং শ্রীহরিং) স্তবন্তি (পূজয়ন্তি); কলৌ (যুগে) অপি (চ) নানাতন্ত্র-বিধানেন তথা (যেন যেন সাত্বত-তন্ত্রাদ্যুক্ত-বিধিনা ভগবন্তং শ্রীহরিং স্তুবন্তি,--অনেন কলৌ পঞ্চরাত্র-তন্ত্র-মার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি, তথা মৎসকাশাৎ) শৃণু।।২৪।।

অনুবাদ। হে নিমিরাজ! দ্বাপরে ভক্তগণ এই বলিয়া (পূর্বোক্তরূপে) চতুর্ব্যূহাত্মক জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও ভক্তগণ যেরূপে নানা-সাত্বততন্ত্র-বিধিদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করেন, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।।২৪।।

অন্বয়। সুমেধসঃ (বিবেকিনঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণং (বিদ্যুদ্দেগীরং, পূর্বোক্ত-শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-বর্ণত্রয়াবশেষং তুর্যং পীতবর্ণং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গে----শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি--শ্রীবাসাদিভক্তাঃ, অস্ত্রাণি---হরিনামাদীনি, পার্ষদাঃ--শ্রীগদাধর-

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রাকট্যে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ—

মহা-জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন।।৪১।।

সর্বত্র শুভোদয়—

সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল।।৪২।।

স্বরূপ-রামানন্দাদয়ঃ তৈঃ সহিতং) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তং, যদ্বা, কৃষ্ণেতি এতৌ বর্ণৌ চ যস্মিন্ তং শ্রীগৌরহরিং) সংকীর্তনপ্রায়ৈঃ (বহুভির্মিলিত্বা হরিকথা-নাম-গান-রূপৈঃ) যজ্ঞৈঃ হি (এব) যজন্তি (উপাসন্তে)।।২৫।।

অনুবাদ। সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কলিকালে শ্রীহরি সংকীর্তন-বহুল যজ্ঞদ্বারাই অকৃষ্ণ (গৌরবর্ণতনু), অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুদ্বয়), উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ শ্রীবাসাদিভক্তগণ), অস্ত্র (অবিদ্যা-নাশক শ্রীহরিনাম) ও পার্ষদগণের (শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির) সহিত বিদ্যমান, কৃষ্ণনামোচ্চারণ-রত শ্রীগৌরহরির উপাসনা করেন।।২৫।।

তথ্য। ''ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরতঞ্চাস্য—''আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনু যুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।''—ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণ-লব্ধম্। 'ইদানীম্' এতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে ''কৃষ্ণতাং গতঃ'' ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োশ্চ সত্যত্রেতা গতত্বেন দর্শিতং পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া; অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বং—তস্মিন্ সর্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎ-প্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরঽপ্যবতরতীতি স্বারস্য-লব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি,—'কৃষ্ণবর্ণং'—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র,—যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-নাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতিবর্ণ-যুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ;—তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহূতা' ইত্যাদি-পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' ইত্যত্র টীকায়াং—''শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ, শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মী'' ইত্যপি দৃশ্যতে; যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্ব পরমানন্দ বিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্; অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা-বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ,—যদ্দর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থ; কিম্বা, সর্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষ-দৃষ্টৌ 'ত্বিষা' প্রকাশ বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি—''সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্''— অঙ্গান্যেব পরম-মনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্ত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি, সর্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ; বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ; যদ্বা, অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদ্বৈতাচার্য-মহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহবর্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? 'যজ্ঞৈঃ' পূজাসম্ভারৈঃ,—''ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ'' ইত্যুক্তেঃ। অত্র বিশেষণে তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি,—'সংকীর্তনং' বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ, তথা সংকীর্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ, স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি—''সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ'' ইত্যেতানি। দর্শিতশ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যেণ—''কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।''(—শ্রীজীবপ্রভুর 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্বসম্বাদিনী')।।২৫।।

'ত্বিষ্' অর্থাৎ কান্তিতে যিনি—'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বুধগণ তাঁহার উপাসনা করেন। ''প্রতিযুগে তনু (বিগ্রহ) ধারণপূর্বক অবতীর্ণ শ্রীহরিস্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত, এই তিনটী বর্ণ ছিল; ইদানীং তিনি কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।''—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩) শ্রীনন্দ মহারাজের প্রতি কথিত গর্গমুনির এই বাক্যে পূর্বোক্ত শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট পীতবর্ণ-প্রমাণ হইতে ইঁহার গৌর-বর্ণের কথা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্তমান অবতার-কালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ)। প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই উক্তি-নিবন্ধন এবং সত্য ও ত্রেতাযুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব পূর্ব (কলিযুগে) পীতবর্ণ ধারণপূর্বক) অবতারকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই (কলিযুগাবতারে গৃহীত পীতবর্ণের অতীতকালত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

মিথিলায় প্রকটিত ভক্তবর—

ত্রিহুতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস।।৪৩।।

অক্ষজজ্ঞানী কলিহত জীবের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্থাপন—

গঙ্গাতীর পুণ্যস্থানসকল থাকিতে।
'বৈষ্ণব' জন্ময়ে কেনে শোচ্য দেশেতে?৪৪।।
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে।।৪৫।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক উহার সদুত্তর-প্রদান—

যে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জিত।
যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ।।৪৬।।

কৃষ্ণবিমুখ জীবের প্রতি কৃষ্ণের পরম-কারুণ্যের নিদর্শন—

সে-সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।।৪৭।।

সংসার তারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার।।৪৮।।

এই গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণস্বরূপে পরে কীর্তিত হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একমাত্র তাঁহাতেই যে সেইসমস্ত অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,---ইহা দেখাইবার উদ্দেশেই তাঁহার যুগাবতারত্ব ঘটিল। অতএব যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী অর্থাৎ সেই চতুর্যগান্তর্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,---এরূপ তাৎপর্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ, এ বিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্নলিখিত বিশেষণদ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন্, যথা---

'কৃষ্ণবর্ণ'---'কৃ' এবং 'ষ্ণ', এই দুইটী বর্ণ অক্ষর আছে যাঁহাতে, অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'-নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব (স্বয়ং ভগবত্তা -সূচক 'কৃ' এবং 'ষ্ণ', এই দুইটী বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিদ্যমান; ---যেমন, (ভাঃ ৩।৩।৩) শ্রীউদ্ধব-কথিত ''সমাহূতা'' ইত্যাদি পদ্যস্থিত ''শ্রিয়ঃ সবর্ণেন'', এই অংশের শ্রীধরস্বামি-কৃত-টীকায়---'শ্রী'র বা 'রুক্মিণী'র 'সবর্ণ' বা 'সমান-বর্ণদ্বয়' (অর্থাৎ 'রুক্মী' এই বর্ণদ্বয়) হইয়াছে বাচক যাহার, সেই ব্যক্তিই 'শ্রিয়ঃ সবর্ণ' (অর্থাৎ 'রুক্মী'),---ইত্যাদি (বহুস্থলে সমাসাশ্রয়ে এরূপ) অর্থ করিতেও দেখা যায়।

অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ'-পদে যিনি কৃষ্ণ-নাম বর্ণন করেন, অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণজনিত উল্লাস বশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম-করুণা-বশতঃ সমস্ত লোককেও ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি।

অথবা, যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ ' গৌর' হইয়াও 'ত্বিষ্' বা স্ব-শোভা বিশেষদ্বারাই সমস্ত লোককে 'কৃষ্ণনাম' উপদেশ প্রদান করেন, অর্থাৎ যাঁহার দর্শনেই সমস্ত লোকের কৃষ্ণস্ফূর্তি হইয়া থাকে।

অথবা, সর্বলোকদ্রষ্টা-কৃষ্ণ 'গৌর'-রূপে অবতীর্ণ হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি--'ত্বিষ্' বা কান্তিবিশেষের দ্বারা 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দররূপেই বর্তমান, তিনি; অতএব শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই প্রাকট্য-হেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায় তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ', এই পদদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন,---'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ' অর্থাৎ যিনি ----অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-সহ বর্তমান; ('অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ'-পদটী কর্মধারয়-সমাসাশ্রয়ে সাধিত হইয়াছে; ইহার ব্যাস বাক্য এইরূপ,--যাহা 'অঙ্গ', তাহাই 'উপাঙ্গ', তাহাই 'অস্ত্র', তাহাই 'পার্ষদ'); ভগবানের 'অঙ্গ'সমূহই পরম মনোহর বলিয়া 'উপাঙ্গ' বা ভূষণাদিরূপে, মহাপ্রভাব বলিয়া 'অস্ত্র'রূপে এবং সর্বদাই একান্তভাবে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া 'পার্ষদ'-রূপে প্রকটিত; বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন,---তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকল প্রভৃতি দেশবাসি-লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে; অথবা, উক্তপদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রের তুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি মহাপ্রভাবশালী পার্ষদগণের সহিত বর্তমান,----এরূপ অর্থান্তরেও তিনিই ব্যক্ত হইতেছেন।

স্বীয় সদৃশ নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবগণকে অবতারণপূর্বক প্রভু-কর্তৃক তত্তদ্দেশ ও কুলোদ্ধার—

শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করে ত্রাণ।।৪৯।।

অধোক্ষজ বৈষ্ণবের অবতরণ-প্রভাবে দেশের সর্বত্র এবং সকলেরই উদ্ধার—

যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব 'অবতরে'।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে।।৫০।।

এমন যে শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি-কি-উপায়ে আরাধনা করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে 'যজ্ঞ' অর্থাৎ পূজাসম্ভার-দ্বারাই আরাধনা করেন; যেহেতু ''ন যত্র যজ্ঞেশমখা'' ইত্যাদি (ভা ৫।১৯।২৩ শ্লোকে) দেবগণের গীতবাক্যই তাহার প্রমাণ। তাহাতে 'সংকীর্তন প্রায়ৈঃ' এই বিশেষণ দ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন; তন্মধ্যে 'সংকীর্তন' অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহু লোকের যে শ্রীকৃষ্ণনাম-গান, সেই সংকীর্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্তমান যাহাতে, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বহুল যজ্ঞাদি-দ্বারা, এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সংকীর্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সংকীর্তন-যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিধেয়,—ইহা স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব মহাভারতেও দানধর্মে ১৪৯ অঃ শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায় তাঁহার (শ্রীগৌরের) অবতার সূচক "সুবর্ণবর্ণ, হেমতনু, সুঠাম ও চন্দনবলয়যুক্ত, এবং সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত ও শান্ত'' ইত্যাদি নাম সমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়ও এবিষয় (শ্রীগৌরাবির্ভাব) এই শ্লোকে প্রদর্শন করিয়াছেন,— ''কালক্রমে অন্তর্হিত স্বীয় ভক্তিযোগ যিনি পুনর্বার প্রকটিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক।'' (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'সর্বসম্বাদিনী')।।২৫।।

বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনি মুণ্ডক-শ্রুতি-টীকায় এই শ্রীনারায়ণ সংহিতা-বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন,—''দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নাম মাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।''

ধর্মের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সাধন প্রণালী লইয়া বিবাদ উপস্থাপিত হইলে সকল সাধনই তর্কাক্রান্ত হয়। একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তনই সর্ববিধ সাধ্য ও সাধনের উপরে স্বীয় অ-বিসম্বাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ স্ব-কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভে ১ম শ্লোকেই বলিয়াছেন,—'' চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্ শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধি বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্।।'' শ্রীশিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়-শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-বিধান; চতুর্থ শ্লোকে নিবৃত্তানর্থের কীর্তন, পঞ্চম-শ্লোকে স্বরূপাভিজ্ঞান সহ কীর্তন, ষষ্ঠ শ্লোকে নাম গ্রহণকারীর আস্থা, সপ্তম-শ্লোকে ঐ অবস্থার পরিণাম এবং অষ্টম-শ্লোকে স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু স্ব-কৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৭৩ সংখ্যায়) ও শ্রীক্রমসন্দর্ভে (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের টীকায়) শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট শ্রীহরিকীর্তন-সম্বন্ধে এই বিধি লিখিয়াছেন,—''অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা তৎ (কীর্তনাখ্যভক্তি)-সংযোগেনৈব।।''২৬।।

'সঙ্কীর্তন' শব্দে বহুজনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম-নাম-কীর্তনকেই বুঝায়। তারকব্রহ্ম নামের অভ্যন্তরে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন অবস্থিত। শ্রীনাম—পুষ্পকলিকা-সদৃশ; রূপ, গুণ, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও লীলা—নামেরই ক্রমবিকাশ; নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাস এজন্য মহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম সর্বদা লোকহিতের জন্য কীর্তন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে পাছে কেহ কেবলমাত্র মহামন্ত্রের দীক্ষা-দাতা 'গুরু' বলিয়া কীর্তন করেন, এজন্য তাঁহার শুদ্ধচরিত-লেখকগণ স্পষ্টভাবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক দীক্ষা-প্রদান-লীলা প্রচার করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের নিজ ভক্তগণ সর্বদাই সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এবং জপ্য-বিচারে নির্জনেও উহাই কীর্তন করিয়া থাকেন।

সর্বপরিকরে,—পঞ্চরসাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণভক্তসমূহ ঔদার্যময় শ্রীগৌরলীলায় বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে কেহই মধুর রসে বিষয়-বিগ্রহ-জ্ঞানে সম্ভোগের সাহায্য করেন নাই; পরন্তু বিপ্রলম্ভরসপুষ্টি পর্যায়ে কৃষ্ণবিরহ-রস পুষ্ট করিয়াছেন মাত্র। আশ্রয় ভাব-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার বিপর্যয় করিয়া যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে বংশী, গো তাড়ন-যষ্টি, গোপীর পারকীয় ভাব, অর্জ্জুনের রথ-সারথ্য প্রভৃতি লীলার অবতারণা করায়, তাহারা কখনই গৌর পরিকর বা তাঁহাদের অনুগত হইতে পারে না।

অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবের আগমনে তীর্থসমূহ তীর্থীভূত—

যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেইস্থান হয় অতি-পুণ্যতীর্থময়।।৫১।।

শুচি ও অশুচি-ভেদে সকল দেশ ও কুলে ভগবানের নিজ নিত্যমুক্ত পার্ষদগণকে অবতারণ—

অতএব সর্বদেশে নিজভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ।।৫২।।

কৃষ্ণলীলায় মধুর-রসাশ্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগগণ অনেকেই গৌর-লীলায় পুরুষ-দেহ-বিশিষ্ট হইয়া গৌর-সেবালীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং মধুর লীলায় তাঁহাদের ভাবগত কৈঙ্কর্য ব্যতীত বহির্জগতের বেষ-ভূষণ ও স্থূল অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার উপযোগি নহে।।২৭।।

ভগবৎপরিকরগণ ভগবদাজ্ঞায় শ্রীগৌর-লীলার সহায় হইয়া সেবা করিবার জন্য এই প্রপঞ্চে মনুষ্যকুলের মধ্যে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা কর্মফল-বাধ্য ভোগী যমদণ্ড্য মর্ত্য মানবমাত্র নহেন।।২৮।।

ভগবানের বিবিধ অবতার-কালে নানাপ্রকার দেবতা ও স্তাবক ঋষি-সম্প্রদায়, সকলেই নিত্য-গৌরলীলার পার্ষদরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন।।২৯।।

লীলা পরিকরগণ সকলেই কৃষ্ণভজন-লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাসূত্রে ভাগবত-বৈষ্ণবরূপে প্রপঞ্চে স্ব-স্ব সেবার অনুষ্ঠানসমূহ প্রদর্শন করিলেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তগণের মধ্যে কাঁহারা কি-ভাবে অবতীর্ণ, তাহা অবগত ছিলেন।।৩০।।

নবদ্বীপে,—শ্রীল গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দপণ্ডিত-গোস্বামী এবং পণ্ডিত সদাশিব, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, হিরণ্য ও জগদীশ প্রভৃতি বহু ভক্ত নবদ্বীপে অর্থাৎ নয়টি দ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

চাটিগ্রাম—বর্তমান চট্টগ্রাম; শ্রীল পুণ্ডরিক-বিদ্যানিধি (আচার্য্যনিধি বা প্রেমনিধি), শ্রীবাসুদেব-দত্তঠাকুর ও তৎসহোদর শ্রীমুকুন্দ-দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ে,—রাঢ়প্রদেশে, গঙ্গার পশ্চিম-দিকে অবস্থিত স্থান সমূহ; এই প্রদেশের অন্তর্গত (১) বর্তমান বীরভূম জেলার মধ্যে 'একচাকা' বা 'বীরচন্দ্রপুর'-গ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন; (২) বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলিনগ্রামে শ্রীসত্যরাজ-খান ও শ্রীরামানন্দ-বসু, (৩) শ্রীখণ্ডে শ্রীমুকুন্দ, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন, (৪) অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ, দ্বিজ-হরিদাস ও দ্বিজ-বাণীনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু ভক্ত রাঢ়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ওঢ়—ওড্র কিংবা ওঢ় অর্থাৎ উৎকল বা উড়িষ্যা-দেশ,—'ওড্রক্ষেত্রং সুপ্রসিদ্ধং পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্' ও ''চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'' প্রভৃতি বচন দ্রষ্টব্য। শ্রীভবানন্দ-রায় এবং শ্রীল রামানন্দ-রায়, শ্রীবাণীনাথ ও গোপীনাথ প্রভৃতি তৎপুত্রগণ, শ্রীশিখি-মাহিতি, শ্রীমাধবীদেবী, মুরারি মাহিতি, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ়-শিবানন্দ, প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভৃতি বহু ভক্তের তথায় আবির্ভাব হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ ম অঃ)।

শ্রীহট্টে,—বর্তমান আসাম-দেশের অন্তর্গত ও বঙ্গদেশের সংলগ্ন একটী জেলা বিশেষ। শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীরামপণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র ও অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি বহু ভক্তের এই জেলায় আবির্ভাব হইয়াছিল।

পশ্চিমে,—ত্রিহুতে, সংস্কৃত-নাম 'তীরভুক্তি'। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী ও শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ এদেশে আবির্ভূত হ'ন। ইঁহারা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।।৩১।।

সবার মিলন,—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকরগণ বিভিন্ন শোচ্যস্থানে অবতীর্ণ হইয়া সেইসকল স্থানের মহিমা চিরকাল সম্বর্ধন ও সমুজ্জ্বল করিয়া সকলেই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া গৌরবিহিত সংকীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।।৩২।।

অধিকাংশ বৈষ্ণবই নবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামসমূহে প্রকটিত হইয়াছিলেন; তবে শ্রীগৌরানুগ-জনগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ গৌরপ্রেষ্ঠবর্গের মধ্যে কেহ কেহ নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যস্থানেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।।৩৩।।

স্বীয় প্রভুর ধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সংকীর্তন-লীলা-সহায়রূপে সকল ভক্তের একত্র সম্মিলন—

নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' সবার হইল মিলন।।৫৩।।

নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার।।৫৪।।

তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন; ত্রিজগতে অতুলনীয় শ্রীগৌরজন্মভূমি—

'নবদ্বীপ'-হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি।।৫৫।।

(ক) স্থূলদৃষ্টিতে অবস্থা-বর্ণন; প্রভুর ভাবি আবির্ভাবাশায় নবদ্বীপের অখিলসম্পদ্—

'অবতরিবেন প্রভু' জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা।।৫৬।।

(১) জন-সম্পদ্—বহুজনাকীর্ণা—

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।৫৭।।

(২) বিদ্যা-সম্পদ্,—বিদ্যা বা শাস্ত্র-চর্চায় নৈপুণ্য—

ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ।।৫৮।।

শ্রীবাস ও শ্রীরাম,—(শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৯০ সংখ্যায়—) "শ্রীবাস-পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরাম-পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ-সহোদরঃ।।" শ্রীবাস ও শ্রীরাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন (অন্ত্য ৫ ম অঃ দ্রষ্টব্য)।

(শ্রীমান্) চন্দ্রশেখর-দেব,—প্রভুর ভক্ত মেসো মহাশয়; শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-মতে, তিনি -নবনিধির অন্যতম বা চন্দ্র। ইঁহারই গৃহে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবী-ভাবে গীতাভিনয় ও নৃত্য-কাচ হইয়াছিল। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই অধুনা 'ব্রজপত্তন'-নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থানেই বিশ্ববিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা'র পরিপোষক আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের সুবৃহৎ অভিনব অষ্টকোণ-মন্দির বিরাজমান,—উহাতে চারি সৎসম্প্রদায়ের আচার্যগণের অর্চাবিগ্রহ এবং মধ্যস্থলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা গিরিধরের অর্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য প্রভুর ভাবি সন্ন্যাসাভিনয়ের কথা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখে পূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন (মধ্য, ২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাস-কালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর সন্ন্যাসলীলাভিনয়োচিত কার্যাদি যথাশাস্ত্র সম্পাদনপূর্বক নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া সকলকেই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ইঁহার গৃহে স্বয়ং প্রভুর কীর্তনের কথা মধ্য, ৮ম পঃ, এবং কাজীদমন কালে বিরাট্ কীর্তনের মধ্যে ও শ্রীধরের প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রদর্শনকালে ইঁহার উপস্থিতি—চৈঃ চঃ মধ্য, ২৩পঃ দ্রষ্টব্য। গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে ইনি নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে যাইতেন।।৩৪।।

ভবরোগ,—ভবরূপ রোগ; ভব অর্থাৎ 'প্রাকৃত গৃহাদ্যাসক্তিলক্ষণযুক্ত সংসারদুঃখ' (ভাঃ ১০।৫১।৫৩ শ্লোকের শ্রীজীবপ্রভুকৃত 'লঘুতোষণী' টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীমুরারি-গুপ্তকে 'বৈদ্য' অর্থাৎ ভিষক্তম সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া মুরারি যে 'অনাদিবহির্ম্মুখ' জীবের বিষ্ণুবৈমুখ্য-রোগের অবিদ্যারূপ মূল বীজ বিনাশ করিয়া মহাকারুণ্যের পরিচয় দিতেন,—ইহাই উদ্দেশ্য করিলেন; এতদ্দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরিত লেখকগণের আদর্শরূপে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন প্রাকৃত লৌকিক বহির্দর্শনে দৃষ্ট শ্রীমুরারির দৈহিক-রোগাদির চিকিৎসাদি বৃত্তির উল্লেখ না করিয়া গুণাতীত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি গুণজাত জাতিসামান্য বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ নিরয় বা অশুভজনক, তৎপ্রতিপাদনোদ্দেশেই এইরূপ বর্ণনাদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

বৈদ্য শ্রীমুরারি,—'শ্রীচৈতন্যচরিত'-নামক মহাকাব্যের লেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত। ইনি শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে প্রকটিত ও পরে নবদ্বীপ প্রবাসী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অপেক্ষা ইনি—বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহারই গৃহে প্রভু শ্রীবরাহ রূপ (মধ্য, ৩য় অঃ) এবং মহাপ্রকাশাবস্থায় ইঁহাকে শ্রীরামরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন (মধ্য ১০ ম অঃ)। শ্রীবাস-গৃহে নিত্যানন্দ সহ গৌরসুন্দরকে দেখিয়া ইনি প্রথমে মহাপ্রভুকে, পরে নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করেন, তদ্দর্শনে মহাপ্রভু ইঁহাকে 'তুমি ব্যবহার অতিক্রম করিয়া আমাকে

সকলেরই জড়বিদ্যা ও কুপাণ্ডিত্যাভিমান—

সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য-সনে কক্ষা করে।।৫৯।।

ভারতের বহুস্থান হইতে বহু পাঠার্থীর সম্মিলন—

নানা-দেশ হৈতে লোক-নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায়।।৬০।।

প্রণাম করিয়াছ' এইরূপ উপদেশ দিবার পর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কীর্তন করিলেন; পরদিবস প্রাতঃকালে ইনি প্রথমে নিত্যানন্দের, পরে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করায়, মহাপ্রভু ইঁহাকে চর্বিত তাম্বুল-প্রসাদ প্রদান করিলেন। একদিন মহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারি ঘৃতান্ন-নৈবেদ্য-ভোগ প্রদান করিলে পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভু বহু দুষ্পাচ্যান্ন গ্রহণে অগ্নিমান্দ্য-লীলা অভিনয় করিয়া মুরারির নিকট চিকিৎসার্থ আগমনপূর্বক 'মুরারির এই জলপাত্রস্থিত বারিই উহার ঔষধ' এই বলিয়া জল পান করিলেন। আর এক দিবস শ্রীবাস ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিলে মুরারির গরুড়-ভাব উদিত হওয়ায় প্রভু তৎস্কন্ধে আরোহণপূর্বক ঐশ্বর্যলীলা দেখাইলেন।

প্রভু অপ্রকট হইলে তদ্‌বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া মুরারি প্রভুর প্রকটকালের মধ্যেই স্বয়ং দেহ-ত্যাগে সঙ্কল্প করিলে অন্তর্যামী প্রভু তাঁহাকে উহা হইতে নিবারিত করিলেন (মধ্যঃ ২০ অঃ)। আর একদিন মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ ভাবাবেশ হওয়ায় তদ্দর্শনে মুরারি স্তুতি করিয়াছিলেন (অন্ত্য, ৪র্থ অঃ)।। ইঁহার দৈন্যোক্তি—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১১শ পঃ ১৫২-১৫৮ সংখ্যা এবং শ্রীরাঘবনিষ্ঠা—চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫শ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের 'অবতার',—বৈষ্ণব গোলোকের বস্তু, তাঁহাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় নাই। সেই গোলোকের বস্তু জীবের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তখন কর্মপথের এবং অসুরকুলের মোহনের জন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বৈষ্ণব বিগ্রহে দৃষ্ট হয়, তাহা বৈষ্ণবের স্বরূপগত মূর্তি নহে। বাহ্য আবরণ দেখিয়া বৈষ্ণবকে 'হীন' বলিয়া জ্ঞান করিলে, ঐরূপ কুদর্শন সেই কর্মিগণকে 'অপরাধী' করায়। প্রপঞ্চে যে দেশে বৈষ্ণবের অবতার বা আবির্ভাব, সেইস্থান হইতে লক্ষ যোজন পর্যন্ত জীবকুল প্রাপঞ্চিক বিচার হইতে অবসর লাভ করে। তাঁহারা তখন বৈষ্ণবকে বর্ণ বা জাতি-সামান্য, প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পর কুদর্শন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। যথার্থ শ্রীহরিপরায়ণ দেব-দ্বিজ-সেবক সাধুগণ কখনই অসুর-স্বভাব উৎকট কর্মীর চক্রে পতিত হইয়া বৈষ্ণবকে অসম্মান করিয়া স্বীয় নিরয়পথ পরিষ্কৃত বা প্রশস্ত করে না।।৩৫।।

পুণ্ডরীক 'বিদ্যানিধি', 'প্রেমনিধি' বা 'আচার্যনিধি'—(শ্রীকবিকর্ণপূর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ৫৪ সংখ্যা) 'বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষো 'বিদ্যানিধি' মহাশয়ঃ। স্বকীয়-ভাবমাস্বাদ্য রাধা বিরহ-কাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্।। ' প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্তিদা কীর্তিতা বুধৈঃ।।'' ইনি শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্যত্বে এবং শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর গুরুত্বে বৃত হ'ন। ইঁহার পত্নীর নাম—রত্নাবতী; পিতার নাম—'বাণেশ্বর' (মতান্তরে, শুক্লাম্বর' ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গা-দেবী।) চট্টগ্রাম সহরের ছয়-ক্রোশ উত্তরে হাটাজারি'-নামক থানার একক্রোশ পূর্বে 'মেখলা'-গ্রামে ইঁহার শ্রীপাটবাটী অবস্থিত। চট্টগ্রাম সহর হইতে স্থলপথে অশ্বযানে বা গো-যানে যাওয়া যায়, অথবা, জলপথে নৌকায় বা ষ্টীমার-যোগে 'অন্নপূর্ণার ঘাট' ষ্টেশন, তথা হইতে শ্রীপাট-বাটী-দুইমাইল দক্ষিণ পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। বিদ্যানিধির পিতা স্বয়ং বারেন্দ্র শ্রেণীর বিপ্র হইয়াও ঢাকা-জিলার অন্তর্গত বাঘিয়া-গ্রামে অসিয়া বাস করায়, তথাকার রাঢ়ীয়-বিপ্র-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে পরে তাঁহার শাক্তেয়-ধর্মাবলম্বী অধস্তনগণ সমাজে 'একঘরে' হইয়া সমাজের 'একঘরে'-লোকগণেরই যাজন করিয়া আসিতেছেন। ইদানীন্তন তাঁহাদের একজন 'সরোজানন্দ-গোস্বামী' নাম ধারণপূর্বক বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। অদ্যাপি ইঁহাদের বংশের একটী বিশেষত্ব এই যে, সমগ্র ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একজনেরই পুত্র-সন্তান হয়, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের, হয় কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা আদৌ কোন সন্তান হয় না; এজন্য এই বংশটী তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুণ্ডরীককে 'বাপ' বলিয়া আহ্বান করিতেন ও 'প্রেমনিধি'-নামক ভগবদ্দাস্য-সূত্রক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভু-কর্তৃক গুরুপদেবৃত হইয়াছিলেন। (মধ্য, ৭ম অঃ)। শ্রীজগন্নাথদেব কর্তৃক ইহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-বৃত্তান্ত ও স্বীয় সুহৃৎ শ্রীদামোদর স্বরূপের নিকট তদ্‌বৃত্তান্ত-বর্ণন—অন্ত্য, ১১ অঃ দ্রষ্টব্য।

পাঠার্থীর সংখ্যা—অগণিত—

অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়।।৬১।।

(৩) ধন-সম্পদ্,—ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচিবশতঃ সকলের অর্থাদি-ব্যয়ে বৃথা কালক্ষেপণ—

রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব-লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে।।৬২।।

ভগবদ্ভক্তিহীনতা-প্রযুক্ত কলির প্রথম সন্ধ্যাতেই ভাবি-কালোচিত ভীষণ অনাচার-প্রাবল্য—

কৃষ্ণ-রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।৬৩।।

কাম্য-কর্মকেই 'ধর্ম' বলিয়া জ্ঞান-হেতু লোকের কামফলদাত্রী প্রাকৃত-দেবতা-পূজা—

ধর্ম-কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।৬৪।।
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন।।৬৫।।

পুত্তলি-পূজা ও গৃহমেধীয় ধর্মে বহুধন-ব্যয়াদিতে লোকের অনর্থক কালক্ষেপণ—

ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।।৬৬।।

বিদ্যানিধির ভজন-মন্দিরটী—অধুনা নিতান্ত জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত; পুনঃ সংস্কৃত না হইলে শীঘ্রই ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। মন্দিরগাত্রে ইষ্টক-ফলকে দুইটী শ্লোক খোদিত দেখা যায়, কিন্তু অক্ষরগুলি বিকৃত হওয়ায় পাঠোদ্ধার বা অর্থোপলব্ধি ঘটে না। এই মন্দিরটীর ৪০০।৫০০ হস্ত দূরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আর একটী মন্দির দেখা যায়, উহার গাত্রস্থিত ইষ্টকফলক-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না। আবার, ইহারই ১৫।২০ হস্ত দূরে উত্তরদিকে আর একটী মন্দিরের অবস্থিতির কথা তথায় বহু পতিত ইষ্টকখণ্ড-দর্শনে জানা যায়। অধস্তনগণের নিকট প্রকাশ যে, মধ্যে মধ্যে আসিয়া মুকুন্দ দত্ত তথায় ভজন করিতেন। শ্রীল বিদ্যানিধির বংশে অধুনা শ্রীহরকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার বর্তমান (—বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতির ১ ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্য-বল্লভ,—শ্রীগদাধরপণ্ডিত-শাখায় একজন চৈতন্যবল্লভ ছিলেন (চৈঃ চঃ আদি ১২ পঃ ৮৬); এস্থলে তাঁহাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে; অথবা, শ্রীচৈতন্যের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয় (শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের 'বিশেষণ')।

বাসুদেব দত্ত,—চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া থানার অন্তর্গত 'ছন্‌হরা'-নামক গ্রামে এবং শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট মেখলা-গ্রাম হইতে দশ-ক্রোশ দূরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। (শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ১৪০ শ্লোকে—) "ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ।।" ইনি শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীশিবানন্দ সেনপ্রভুর অতিপ্রিয়তম সুহৃৎ ছিলেন। ই, আই, আর, হাওড়া কাটোয়া লাইনে 'পূর্বস্থলী'-ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে শ্রীবাসভ্রাতৃসুতা শ্রীনারায়ণী-সুত ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি 'মাম্‌গাছি'-গ্রামে ইঁহার সংস্থাপিত শ্রীমদনগোপালের অর্চাবিগ্রহ একটী জীর্ণ-মন্দিরে অদ্যাপি বর্তমান। কুমার হট্টে বা কাঞ্চনপল্লীতে আসিয়া ইনি শ্রীবাস ও শিবানন্দের সহিত বাস করিতেন। ইঁহার ব্যয়বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দকে ইঁহার 'সরখেল' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হইয়া ব্যয়ভার সমাধান বা লাঘব করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৬) শ্রীহরির বিমুখ জীবের দুর্গতি ও দুর্দশা দর্শনে ইঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভু-সমীপে কাতর প্রার্থনা—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ১৫৯-১৮০ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। "বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়।। জগতে যতেক জীব, তা'র পাপ লঞা। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীবে ছাড়াঞা।।" (—চৈঃ চঃ আদি ১০ পঃ ৪১-৪২)। ইঁহার অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দনাচার্যই শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষা-গুরু (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১)। শ্রীমুকুন্দ—ইঁহারই ভ্রাতা।।৩৬।।

বুঢ়ন,—২৪ পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বর্তমান খুল্‌না জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা-মহাকুমায় এই বুঢ়ন পরগণার ৬৫টী মৌজা আছে; কিন্তু এই নামযুক্ত গ্রামটী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণীত না হওয়ায় তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।।৩৭।।

একচাকা,—ই, আই, আর, লুপ-লাইনে 'মল্লারপুর'-ষ্টেশন হইতে চারি-ক্রোশ দূরে বর্তমান 'বীরচন্দ্রপুর' ও 'গর্ভবাস' প্রভৃতি গ্রামই পূর্বে 'একচাকা' বা 'একচক্র'—নামে পরিচিত ছিল।।৩৮।।

(খ) সূক্ষ্মদৃষ্টিগত অবস্থা-বর্ণন; তথাকথিত ব্রাহ্মণব্রুবগণের সকলেরই শাস্ত্রের যথার্থ হরিভজন-তাৎপর্য বা সারগ্রাহিত্ব ছাড়িয়া বিষয়ভোগপর ভারবাহিত্ব—

যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব।।৬৭।।

শ্রৌতপন্থায় সারগ্রাহিরূপে বেদশাস্ত্রের অনুশীলন বা হরিভজন ছাড়িয়া ভারবাহিরূপে অনুকরণ-ফলে অনিত্য-ফলভোগমূলক কাম্যকর্মানুষ্ঠানহেতু শিক্ষক ও ছাত্র; সকলেরই নরক-লাভ—

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে।।৬৮।।

তথ্য। (গীঃ ২।৭২ শ্লোকের শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত পদ্মপুরাণবচন—) "তদেব লীলয়া চাসৌ পরিচ্ছিন্নাদিরূপেণ দর্শয়তি মায়য়া, —ন চ গর্ভে বসদ্দেব্যা ন চাপি বসুদেবতঃ। ন চাপি রাঘাবাজ্জাতো ন চাপি জমদগ্নিতঃ। নিত্যানন্দোঽদ্বয়োঽপ্যেবং ক্রীড়তেঽমোঘদর্শনঃ।।"

হাড়াই-পণ্ডিত বা হাড়ো-ওঝা,—মৈথিল-ব্রাহ্মণ-কুলে জাত, পত্নীর নাম—পদ্মাবতী। ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকল-ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের এবং সমস্ত জীব ও বিষ্ণুতত্ত্বের জনক হইয়াও হাড়াই-পণ্ডিতের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হ'ন। কিছুদিন পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত বলিয়া যে অমূলক কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা—নিতান্ত ভিত্তি শূন্য এবং কপট স্মার্ত ও তদ্দাসগণের ঈর্ষা-বিজৃম্ভিত বিষ্ণুবিদ্বেষমাত্র।।৩৯।।

দেবগণ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ-হেতু আনন্দ প্রকাশ করিয়া জয়ধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। উহা সাধারণ প্রত্যক্ষবাদিগণের বুঝিবার অগোচর ছিল।।৪১।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মে গৌড়ের অনুর্বর রাষ্ট্র-প্রদেশ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাঢ়দেশে বিদ্যার অনুশীলন ও শুদ্ধ-সামাজিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।।৪২।।

ত্রিহুত,—বর্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও ছাপ্‌রা প্রভৃতি জেলাগুলিই ত্রিহুতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দপুরী পূর্বাশ্রমে ত্রিহুত প্রদেশের অধিবাসী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের জনৈক বিশিষ্ট প্রিয়তম শিষ্য। এই গ্রন্থের শেষভাগে নীলাচলে "পুরীগোস্বামীর কূপ'-বর্ণন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাঁহার বিবিধ কথা বর্ণিত আছে।।৪৩।।

শোচ্যদেশ,—ভাঃ ১১।২১।৮—) "অকৃষ্ণসারো দেশনাম ব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ। কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীর-কীকটাসংস্কৃতে রিণম্।।" মনু সং ২য় অঃ ২৩)—"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ। স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ।।"

পুরাণে সপ্ত পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর মধ্যে শ্রীবিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গারই সর্বাপেক্ষা পাবনী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় ভক্তগণ-সমাজে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। গৌড়দেশে নবদ্বীপে ভাগীরথী প্রবহমানা। গৌড়দেশ ব্যতীত অন্যত্র শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের আবির্ভাব হওয়ায় প্রাকৃত-জীব-হৃদয়ে নানা প্রশ্নের আবাহন হয়। যে-সকল দেশে গমন করিলে জীবের পবিত্রতার হানি হয়, তাদৃশ প্রায়শ্চিত্তার্হ শোচ্যদেশে বৈষ্ণবের আবির্ভাব-হেতু অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকেও সাধারণ, প্রাকৃত, লৌকিকবিচারে পুণ্য-পাপ কর্মফল বাধ্য জীবের ন্যায় পরিদর্শন করায়; তজ্জন্য এই প্রশ্ন হইতে পারে,—"পুণ্যবান্ বৈষ্ণবগণ-গঙ্গাতীরে আবির্ভূত না হইয়া পাণ্ডববর্জিত নির্গঙ্গ-প্রদেশে কেন জন্মগ্রহণ করিলেন?" আবার "শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে এবং পরমপবিত্র গাঙ্গসলিল-সেবিত গৌড় নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াই বা কেন গঙ্গা হইতে সুদূরে এবং ব্রাহ্মণেতর-কুলে স্বীয় প্রিয়জনগণকে আবির্ভূত করাইলেন"—এবিষয়েও সন্দেহ হয়। ইহার উত্তরে, তত্তদ্দেশকে স্বাভাবিক জগৎপাবন-গুণে পবিত্রীভূত ও পুণ্যতীর্থ-রূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই যে তথায় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার পরবর্তী ৪৬-৫২ সংখ্যায় বলিতেছেন।।৪৪-৪৫।।

তথ্য। (ভাঃ ৭।১০।১৮-১৯০০) "ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ। যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ।। যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ।।" (ভাঃ ১।১।১৫—) "যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মূনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। সদ্যঃ পুনন্ত্যপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া।।"৪৬-৫১।।

কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণ যে-দেশে গমন করেন নাই, কৃষ্ণ ভক্তের অভাব-হেতু সেই দেশ—প্রায়শ্চিত্তার্হ। পাণ্ডবগণ— কৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁহারা যেস্থানে রাজ্য বিস্তার করেন নাই, সেই হীন দেশ হরিভক্তি-বিবর্জিত হইয়া জড়-বিষয়-সেবায় মগ্ন ছিল। দ্বাপরে

লোকসমাজে যুগধর্ম-হরিকীর্তন-দুর্ভিক্ষ; গুণজগতে হেয়তা-মিশ্র দর্শন ও বর্ণন-প্রাবল্য—

না বাখানে 'যুগধর্ম' কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন।।৬৯।।

তথা-কথিত ত্যাগি-সন্ন্যাসি-সমাজেও হরিকীর্তন-দুর্ভিক্ষ—

যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি।।৭০।।

লৌকিকাচারানুসরণে কাহারও কোনও ভাগ্যে দৈবাৎ হরিনামোচ্চারণ চেষ্টা—

অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয়।।৭১।।

বিশুদ্ধভক্তিশাস্ত্র গীতা-ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালেও ভক্তিমূলা ব্যাখ্যাভাব—

গীতা ভাগবত যে-যে-জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।।৭২।।

কৃষ্ণলীলায় পাণ্ডবদিগকে বিভিন্ন-প্রদেশে পাঠাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন, কলিযুগে উদার-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলায় অসামান্য বদান্যতা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অননুগৃহীত প্রদেশগুলিকেও অনুগৃহীত করিবার জন্য উহাদিগকে নিজ প্রিয়-লীলা পরিকর বা পার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমিরূপে পরিণত করিলেন।।৪৬-৪৭।।

শোচ্যকুলে—দুর্জাতিত্ব প্রশমিত পুণ্যবান্ জনগণই অশোচ্য-ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজাদির উত্তরোত্তর ক্রমশঃ শোচ্যকুল। পাপের ফলেই কর্মকাণ্ডরত জনগণ শোচ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসদৃশ; তাঁহারা যাবতীয় শোচ্যদেশ ও শোচ্যকুলকেই পবিত্র করিতে সমর্থ। শাস্ত্রেও দেখা যায়---"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ম্।।"

'আপন-সমান',---বৈষ্ণবগণ-জগদ্গুরু, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ এবং সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ ওঁকারমূর্তি চিদ্বিলাস বিষ্ণুপাদ; তাঁহাদের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ জড়ীয় বর্ণাশ্রম ও জাতিবুদ্ধি-সম্বন্ধি হরিবৈমুখ্য হইতে মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করেন; এজন্যই সাত্বতশাস্ত্র তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,---"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চঃ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ গুরোঃ।।" শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই আচার্যের কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই কর্মফলভোগী মায়াবদ্ধ জীব, আর বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবই কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠবস্তু---মায়া-জয়ী, সুতরাং বিষ্ণুসদৃশ; তিনিই গুণত্রয়াতীত, শুদ্ধসত্ত্ব বা মুক্ত, তিনিই বিষ্ণুর নিত্যপার্ষদ, একমাত্র তিনিই সাধনভক্তির উপদেশদ্বারা মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-শক্তিদ্বয়ের পরাক্রম হইতে মায়াবদ্ধজীবকে রক্ষা করিতে সম্যগ্ সমর্থ। বৈষ্ণব ব্যতীত ইতর ব্যক্তি বিষ্ণুসেবা-রহিত হইয়া মায়ার দাস্য করিতে করিতে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অসৎ বস্তুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জ্ঞান করে। পরিশেষে নির্বিশিষ্ট-বিচারাবলম্বনে অভক্তিমার্গে বা নাস্তিকতায় পতিত হইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে। বৈষ্ণব 'অবতরে'---পূর্ববর্তী ৩৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৫০।।

মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব স্বীয় দৈন্যবশে আপনাকে 'অশুচি' জ্ঞান করিয়া নিজের পবিত্রতা-বিধানের জন্য তীর্থে গমন করেন, জড়লোককে ঐরূপ বঞ্চনা-লীলাভিনয় প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু বাস্তববিচারে তিনি যাবতীয় পুণ্যতীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। অতীর্থ-স্থানে বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে উহা তাঁহার অধিষ্ঠান-হেতু তীর্থীভূত হয়। (ভাঃ১।১৩।১০ শ্লোকে শ্রীবিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি---) "ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো। তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা।।" মায়াবদ্ধ জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ-বুদ্ধি অপগত হইলে তিনিও তখন সাধু হইয়া পড়েন। সাধারণ তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবাধ্যুষিত স্থানই অধিকতর শ্রেষ্ঠ তীর্থ।।৫১।।

পূর্ববর্তী ৩২ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৫৩।।

শ্রীনবদ্বীপ—একদিকে যেমন প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমি, আবার, সেখানে অসংখ্য ভুবনপাবন ভগবল্লীলা-পরিকর বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হওয়ায় সেই নবদ্বীপ-ধাম সকল-জগতের মধ্যে মহামহিমাময়রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। যেমন, শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব প্রেমমাধুরী অপ্রকাশিত থাকায় শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গোস্বামিষট্ক ও তাঁহাদের অনুগত জনগণ শ্রীবৃন্দাবনে

দৈবমায়া-মুগ্ধ বিষ্ণুভক্তিবর্জিত আসুর-সংসার-দর্শনে
"পরদুঃখদুঃখী" শুদ্ধভক্তের দুঃখ ও চিন্তা—

এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার।।৭৩।।

কলিহত জীবের দুর্দশা-দর্শনে তাহাদের
উদ্ধারোপায়-চিন্তা—

'কেমনে এই জীব-সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার!৭৪।।

বাস করিয়া নিত্যলীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রভুর প্রাকট্যে শ্রীনবদ্বীপেও বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্তন-সেবায় লীলা-সাহচর্য করেন।।৫৪।।

প্রপঞ্চে চতুর্দশভুবন বর্তমান; তন্মধ্যে ভুঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই ভুবনত্রয়—প্রাপঞ্চিক জীবগণের সাধারণ বিচরণক্ষেত্র; সেই ত্রিভুবনের মধ্যে, এই পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপই শ্রেষ্ঠ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষের আবার শ্রীব্রজমণ্ডলাভিন্ন শ্রীগৌড়মণ্ডলই শ্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে নবখণ্ড পুণ্যময় নববর্ষাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান ত্রিজগতের মধ্যে আর নাই, যেহেতু অমন্দোদয়া-দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি এইস্থানে দেবদুর্লভ ভগবৎপ্রেম যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র-বিচার-রহিত হইয়া আ-পামরে দান করিয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীনবদ্বীপের মহিমা—জগতে বস্তুতঃই অতুলনীয় বা অদ্বিতীয়।।৫৫।।

নবদ্বীপ-নগরের তাৎকালিক সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্য কেহই ভাষাদ্বারা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর সকল-সৌভাগ্যে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীচৈতন্যদেবের লোকপাবন অপ্রাকৃত পদাঙ্কধারণে যোগ্যতা লাভ করিয়া এবং অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকার সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীমায়াপুর-ধাম এত জনাকীর্ণ ছিলেন যে, গঙ্গার এক-এক-ঘাটে অধিবাসী ও প্রবাসী অগণিত-লোক স্নানাদি করিতেন।।৫৭।।

ত্রিবিধ বয়সে,—বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলেই বাগ্‌দেবীর কৃপায় দক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্র-পারদর্শী ছিল।।৫৮।।

বিদ্যার অনুশীলন এতদূর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সকলেই আপনাকে 'শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত' বলিয়া মনে করিতেন। অধ্যয়নরত শিশু-ছাত্রগণও স্ব-স্ব-বিদ্যা-প্রতিভাবলে প্রবীণ প্রাজ্ঞ অধ্যাপকগণের সহিত শাস্ত্রবিচার-প্রতিযোগিতায় জয়-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কক্ষা,—প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থাৎ শাস্ত্রবিচার।।৫৯।।

মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র-পঠনেচ্ছুগণ নবদ্বীপে আগমন করিয়া নব্যন্যায়ে শিক্ষা লাভ করিতেন। উত্তর-ভারতান্তর্গত বারাণসী হইতে সন্ন্যাসী ও কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণও নবদ্বীপ নগরে 'বেদান্ত-শাস্ত্র' অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করিতেন। দক্ষিণ-ভারতান্তর্গত কাঞ্চী হইতেও বিদ্যার্থীগণ নবদ্বীপ-নগরে পাঠার্থিরূপে আসিতেন; সুতরাং বিভিন্ন দেশবাসী বিদ্যার্থি-সমাজ নবদ্বীপে আগমন-ফলে নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।।৬০।।

নানাশাস্ত্রের চর্চা এবং অসংখ্য অধ্যাপকগণের অবস্থিতি থাকায়, নবদ্বীপে বিদ্যার্থীর সংখ্যাও অগণনীয় ছিল। সমুচ্চয়,—একত্র সংখ্যা বা সংগ্রহ।।৬১।।

লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে ঐশ্বর্যপূর্ণ নবদ্বীপ সকল-লোকের সুখের আগার হইলেও প্রাপঞ্চিক সুখে উন্মত্ত জনগণ অক্ষজজ্ঞান-সম্বর্ধনার্থ ইন্দ্রিয়তর্পণপর-বিচারমূলে গ্রাম্য ব্যবহার-রসে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বৃথা কালাতিপাত করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তৎকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩ শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় ও প্রচার-কালে কৃষ্ণবিমুখিনী জড়বিদ্যা ও জড়তপস্যাভিমান-মত্ত বিষয়িলোকের চিত্ত-বৃত্তি এরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"স্ত্রী পুত্রাদি-কথায় বিষয়িসকল প্রবৃত্ত ছিলেন; সাংখ্য, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি হেতুবাদ-মূলক দর্শনাকৃষ্ট পণ্ডিতগণ শাস্ত্রপ্রবাদ অর্থাৎ বিতণ্ডা-প্রজল্পে ব্যস্ত ছিলেন; পাতঞ্জল দর্শনাকৃষ্ট যোগিগণ বায়ুনিরোধমূলক রেচক, পূরক ও কুম্ভকাদিতে প্রমত্ত ছিলেন; তপস্বিসকল নানা কৃচ্ছ্র ও বৈরাগ্য সাধনে ব্যস্ত এবং জীবন্মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ নির্বিশেষ-বেদান্তমতের বিচারে উন্মত্ত ছিলেন।।৬২।।

কলির শেষভাগে যাবতীয় কদাচাররূপ ভগবদ্‌বিমুখতা সমগ্র জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া সর্বজীবমাত্রের একমাত্র ধর্ম বা কর্তব্য ভগবান্ বলরাম ও কৃষ্ণের সেবায় বঞ্চিত ছিলেন।।৬৩।।

তৎকালে জড়বিদ্যা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, হরিসেবাবিহীন বিচারকেই 'পাণ্ডিত্য' বলিয়া লোকের ভ্রম হইতেছিল। সাধারণ-লোক মঙ্গলচণ্ডীর গান গাহিয়া ও শুনিয়া সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বর্ধনকেই ধর্মানুশীলনের 'চরম আদর্শ' বলিয়া বিশ্বাস

নামামৃত বিতরিত হইলেও সকলেরই তাহাতে বিতৃষ্ণা ও অবিদ্যা-বৈভব জড়বিদ্যার প্রতিই আসক্তি—

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা-কুল করেন ব্যাখ্যান'!!৭৫।।

দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তগণের স্বীয় স্বারসিক-কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান—

স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন।।৭৬।।

জীবহিতৈষী শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে কৃষ্ণবিমুখ জগতের প্রতি শুভপ্রসাদ-যাচ্ঞা—

সবে মেলি' জগতেরে করে আশীর্বাদ।
'শীঘ্র, কৃষ্ণচন্দ্র! কর সবারে প্রসাদ'।।৭৭।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের মাহাত্ম্য বর্ণন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত আচার্য' নাম, সর্ব-লোকে ধন্য।।৭৮।।

করিতেছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাত্ম বা অভক্তিমূলক চেষ্টাকে 'ধর্ম' বলিয়া ভ্রান্তি হওয়ায় সাংসারিক জনগণের অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ-প্রাবল্য নিবন্ধন, আত্মবিদ্ ভগবদ্ভক্তের চরণার্চনই যে জীবের (জীবনের) একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা মনে হইত না।।৬৪।।

সাধারণ-লোক, বিশেষতঃ ধনবান্ বণিক্সম্প্রদায়, মহাসমারোহে মনসা-দেবীর পূজা করিয়া অর্থাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পণ্ডিত-সমাজকে ক্রয়পূর্বক বণিক্সমাজের অধীন করিতে চেষ্টা করিত। নানাপ্রকার দেবদেবী ও সঙের পুত্তলি নির্মাণ করাইয়া তাহারা বহুধন দান করিত। অদ্যাপি রাসাদি যাত্রার সময়ে নানাপ্রকার পুত্তলি নির্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। পরমার্থ- বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের সেবার পরিবর্তে পৌত্তলিক বিচারাবলম্বনে তাহারা উৎসব উপলক্ষে বহুধন ব্যয় করিত, আবার সেই পুত্তলিগুলিকে জলে বিসর্জন দেওয়ায়, পূজ্যবস্তুর ও পূজার অনিত্যতা প্রমাণ করিত। সেইসকল বৃথা-কার্যে বহুধন ব্যয়িত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার ন্যায় নিত্য শ্রীবিগ্রহ-পূজা বঙ্গদেশে বিরল হইয়া পড়িয়াছিল।

পাঠান্তরে,—'পুত্তলি বিভা দিতে দেয় বহুধন' অর্থাৎ জড়-রসে মত্ত জনগণ দম্ভপূর্বক বানর-বানরী, বিড়াল-বিড়ালী, পুতুলী-পুতুলীর বিবাহাদি তুচ্ছ ও বৃথা উৎসব-কার্যে অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্য সঞ্চয় করিত মাত্র।।৬৫।।

কতিপয় লোক আবার সংসার-ধর্মকেই 'পরমার্থ' জানিয়া স্বীয় পুত্রকন্যার বিবাহোৎসবাদিতে বহু অর্থ ব্যয়দ্বারা হরিবিমুখ জগতের আনন্দ বর্ধন করিত। তাহারা মনে করিত, বিষয়িদিগের পুত্রকন্যার বিবাহ—ভগবদুপাসনাপেক্ষা অনেক গুণে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এইসকল অনাত্মচেষ্টা দ্বারা তাহাদের বৃথা সময়ই অতিবাহিত হইত।।৬৬।।

তথ্য। গ্রন্থ-অনুভব,—স্বারস্য, তাৎপর্য, (ভাঃ ১।৩।২৮-২৯) ''বাসুদেব-পরা বেদা বাসুদেব-পরা মখাঃ। বাসুদেব-পরা যোগা বাসুদেব-পরাঃ ক্রিয়াঃ।। বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ। বাসুদেব-পরো ধর্মো বাসুদেব-পরা গতিঃ।।'' গীতা ২।৪৫ শ্লোকের মাধ্বভাষ্য) ''বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ বিষ্ণুঃ সর্বত্র গীয়তে।।'' 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি', ''বেদোঽখিলধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনো রুচিরেব চ।।'' 'বেদ প্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ' ইতি বেদানাং সর্বাত্মনা বিষ্ণুপরত্বোক্তেঃ।।'' মহাভাঃ তাৎপর্যে ৩২-৩৪—) ''বৈষ্ণবানি পুরাণানি পঞ্চরাত্রাত্মকত্বতঃ। প্রমাণান্যেব মন্বাদ্যাঃ স্মৃতয়োঽপ্যনুকূলতঃ।। এতেষু বিষ্ণোরাধিক্যমূচ্যতেঽন্যস্য ন ক্বচিৎ। অতস্তদেব মন্তব্যং নান্যথা তু কথঞ্চন। মোহার্থান্যন্যশাস্ত্রাণি কৃতান্যেবাজ্ঞয়া হরেঃ। অতস্তেষক্তমগ্রাহ্যমসুরাং তমোগতেঃ।।'' (১।২।২৬ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত পদ্মপুরাণ বচন) ''যথা হি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্। তথৈব মে মনো নিত্যং ভূয়াদ্বিষ্ণুপরায়ণম্।।'' (গীতার মাধ্বভাষ্য-ধৃত নারদীয়পুরাণ বচন-) ''পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং তথা। পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ। অতঃ শৈব পুরাণানি যোজ্যান্যন্যাবিরোধতঃ। অক্ষপাদকণাদানাং সাংখ্যযোগ জটাভৃতাম্। মতমালম্ব্য যে বেদং দূষয়ন্ত্যল্পচেতসঃ।।''

অধ্যাপন-কুশল 'ভট্টাচার্য', কর্মকাণ্ড-নিপুণ 'চক্রবর্তী' ও 'মিশ্র' উপাধিযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ-নিজ-শাস্ত্র প্রবাদে উন্মত্ত থাকায়, সর্ববেদের সার ও শাস্ত্রের তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনর্থক কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের পথে ভ্রমণ করিতে নিযুক্ত থাকিতেন। সর্বজীবের সকল-চেষ্টার একমাত্র তাৎপর্য ও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় যে হরিতোষণমূলা ভক্তি, তাহাতে তাঁহারা প্রবেশ লাভ করেন নাই।।

বৈষ্ণবাগ্রণী শম্ভুর ন্যায় শুষ্কজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যাতা—

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।।৭৯।।

শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যান—

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার'।।৮০।।

শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইয়া এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অধ্যাপক ও পাঠার্থী, উভয়েই কর্মালানে আবদ্ধ হইয়া, পরিশেষে স্ব-স্ব-অনিত্য-চেষ্টায় যমের নিকট দণ্ডার্হ হইতেন। (ভাঃ ৬।৩।২৮-২৯ শ্লোকে) অজামিলোপাখ্যানে স্বীয় দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপদারবিন্দ-মকরন্দ-রসাদজস্রম্। নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংস কুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্।।" "জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত বিষ্ণুকৃত্যান্।।"৬৮।।

শুদ্ধকৃষ্ণকীর্তনকারী ব্যক্তি ব্যতীত মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ স্বার্থপর জীবগণ কর্মের প্রচণ্ড-শাসনে নিষ্পেষিত হইয়া স্বরূপ-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অক্ষজ বিরূপ দর্শনে সর্বদাই জগতের নিন্দা করে; এইজন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন,—"বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।"

যুগধর্ম-বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫২ বলেন,—"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।"

শ্রীমধ্বাচার্য মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে এই শ্রীনারায়ণ সংহিতা-বচনটী উল্লেখ করিয়াছেন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলম্। কলৌ তু নাম-মাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।" তাৎকালিক সমাজে তর্কহত বিবদমান ব্যক্তিগণ যুগধর্ম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা না করিয়া পরস্পর অনিত্য দোষকীর্তনেই ব্যস্ত ছিলেন। ভগবদ্‌গুণানুবর্ণন পরিহার করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘনপূর্বক চেষ্টা করিতে গেলেই আত্মম্ভরিতা-নামক নিজগুণ ও পরছিদ্রান্বেষণ-নামক ঈর্ষা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে; শ্রীভগবান্ (ভাঃ ১১।২৮।১ শ্লোকে) উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মন্ পশ্য প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।" "পরস্বভাব কর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।।" যাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞানের অভাবে বিশ্বে পরস্পর প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ দর্শন ও স্বীয় বৃত্তিতে অদ্বয়-জ্ঞানাভাব লক্ষ্য করেন, তাঁহারা অপরের স্বভাব ও ক্রিয়াগুলির আদর ও গর্হণপ্রভৃতিতেই মত্ত থাকেন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্তন শ্রবণ করিলেই কলিযুগোচিত তর্কপন্থা নিরস্ত হইবার পর জীবগণ শ্রৌতপন্থায় অবস্থিত হইতে পারেন; তখন আর তাঁহাদিগের কৃষ্ণেতর বিষয়ের আলোচনায় উন্মত্ত হইতে হয় না।।৬৯।।

বিরক্ত,—জড়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং এই পঞ্চানুভূতির মিশ্রভাব জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে সময়ে-সময়ে বাধা দেয় বলিয়া, যিনি উহা হইতে পৃথক্ বা মুক্ত হইবার চেষ্টা ও ইচ্ছা করেন, তিনিই 'বিরক্ত'।

তপস্বী,—ত্রিতাপদ্বারা সময়ে সময়ে ক্লেশ পাওয়া যায়, সুতরাং তাদৃশ বিপদ্ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির সামর্থ্য লাভোদ্দেশে যিনি চেষ্টা করেন, তিনিই ব্রতী বা 'তপস্বী'।

যদিও বিরাগ ও তপস্যা জগতের ক্লেশ-নিবারণের উপায়-স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি বিরাগ ও তপস্যা প্রকার-ভেদে অর্থাৎ অধোক্ষজসেবারূপ স্ব-স্ব তাৎপর্য-ভ্রষ্ট হইলে তাদৃশ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। সকল প্রকার বিরাগ ও তপস্যা ভগবানের নামোচ্চারণকারী সকল ভক্তেরই গৌণভাবে নিত্য-সম্পত্তি। যাঁহারা শ্রীনামভজন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বিরাগ ও তপস্যার কল্পনা করেন, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক। বিরক্ত ও তপস্বি-সম্প্রদায় ভোগপর হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মভক্তি-ধনে বঞ্চিত হইলে, তাঁহাদের তাদৃশ কৃচ্ছ্র সাধনে কোনই সুফল আশা করা যায় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বৈরাগী ও তাপসগণ হরিভজন-রহিত ছিলেন। নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।। অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।" শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮ ও ৩২ শ্লোকে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ এবং "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ"।।৭০।।

শ্রীঅদ্বৈতের নিরন্তর কৃষ্ণার্চন—

তুলসী-মঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা কুতূহলে।।৮১।।

উপাদানাধীশ মহাবিষ্ণু হইয়াও কৃষ্ণের অবতারণার্থ হুঙ্কার—

হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে।।৮২।।

প্রভুর কৃষ্ণকীর্তন-প্রচারের পূর্বে গতানুগতিক সামাজিক প্রথা বা আচারসমূহের অন্যতম-জ্ঞানে তথা-কথিত সদ্ধর্ম পরায়ণ সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণের মুখে কেবলমাত্র স্নানকালে অর্থাৎ জলের দ্বারা বাহ্যপাপসমূহ বিধৌত করিবার ইচ্ছায় 'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামোচ্চারণ শুনা যাইত। অন্য সময়ে লোকগুলি একবার ভ্রমক্রমেও কোনও মূহূর্তে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিত না, প্রত্যুত 'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি শ্রীনামোচ্চারণ সকলের পক্ষে সকল-সময়ে নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত; কেননা, তাহারা মনে করিত যে অশুচি-সময়ে বা অনধিকারি ব্যক্তির 'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামোচ্চারণ কর্তব্য নহে। তাৎকালিক তথা-কথিত বেদানুগত সমাজ এইরূপ দুর্দৈবগ্রস্ত হরিবিমুখ ছিল; অবশেষে জীবৈকবান্ধব মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের 'নাম্নামকারি' শ্লোকে এই প্রকার বিচার নিরস্ত হইয়াছে।।৭১।।

তথ্য। (গীতার মাধ্বভাষ্য-ধৃত মহাকূর্মপুরাণ-বচন---) ''ভারতং সর্বশাস্ত্রেষু ভারতে গীতিকা বরা। বিষ্ণোঃ সহস্র নামাপি গেয়ং পাঠ্যঞ্চ তদ্দ্বয়ম।।৭২।।

গীতা,---ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদগীতার কীর্তনকারী ও অর্জুনই শ্রোতা; উহা---মহাভারতাভ্যন্তরে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যায় ও সপ্তশত-শ্লোকাত্মক ভক্তিশাস্ত্র এবং পরমার্থপথের পথিকগণের আদি পাঠ্য-গ্রন্থ।

ভাগবত,---শ্রীব্যাস-রচিত অষ্টাদশ-পুরাণের অন্তর্গত অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকাত্মক সাত্বত-পুরাণ-শিরোমণি। এই অমল পুরাণের নামান্তর---'পারমহংসী' বা 'সাত্বত-সংহিতা'; ''অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।''---এই গারুড়-বচন হইতে জানা যায় যে, এই শাস্ত্রসম্রাট্ বা অমল-প্রমাণস্বরূপ মহাপুরাণ একাধারে উপনিষদের ন্যায় 'শ্রুতিপ্রস্থান' (''যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ''---ভাঃ ১।৪।৭ শ্লোকে স্বীয় গুরুদেব মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামীর প্রতি শ্রেীশৌনকাদি ঋষির উক্তি), ব্রহ্মসূত্রের ন্যায় 'ন্যায়প্রস্থান' (''সর্ববেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে''---ভাঃ ১২।১৩।১৫) এবং ভারত ও পুরাণাদির ন্যায় 'স্মৃতিপ্রস্থান'। শ্রীমদভাগবতের মাহাত্ম্য-বিষয়ে---চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ অঃ, অন্ত্য ৩য় অঃ, চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ, মধ্য ২০, ২৪ ও ২৫ পঃ, অন্ত্য ৫,৭ ও ১৩ পঃ, এবং ষট্সন্দর্ভান্তর্গত তত্ত্বসন্দর্ভে ১৮-২৮শ সংখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থ মুক্তপুরুষ পরমহংস-বৈষ্ণবগণের সর্বদা আলোচ্য।

তৎকালে যাঁহাদিগকে গীতা ও ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ কীর্তন করিতে দেখা যাইত, সেইসকল পাঠকের জিহ্বায় ভগবদ্ভজনই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য, সেইরূপ কোন ব্যাখ্যা শুনা যাইত না। 'সপ্তশতী চণ্ডী' প্রভৃতি কাম্যকর্মপর গ্রন্থের ন্যায় ভক্তির বিকৃতি বা অনুৎকর্ষ-সাধনাভিপ্রায়ে এবং গীতা ও ভাগবতের পঠন-পাঠনাদি ইহামুত্র ইন্দ্রিয়-তোষণোদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানকালে বিদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ও এইরূপভাবে গীতা-ভাগবত পাঠ করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সুখ লম্পট মায়াবদ্ধ জীবের এতাদৃশ গীতা ভাগবত-পাঠ---নিজ মঙ্গলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ও নিরয়জনক মাত্র, যেহেতু উহা কখনই গীতা বা ভাগবত-পাঠ নহে, তদ্বিপরীত জড়শব্দসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়তোষণপরা আবৃত্তিবিশেষ। শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত----সর্বশাস্ত্রশিরোমণি, 'কৃষ্ণতুল্য বিভু ও সর্বাশ্রয়' এবং কৃষ্ণকীর্তনময় মূর্ত অধোক্ষজ-বিগ্রহ, প্রাকৃত কুযোগীর কুমেধা-চালিত জিহ্বা ও কর্ণের গ্রাহ্য কুকাব্য বা প্রাকৃত দর্শন-গ্রন্থ নহে। এই শ্রেণীর ইন্দ্রিয়সুখকামী পাঠক ও শ্রোতা ----মহাবদান্য মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক্ষ-লাভে চিরবঞ্চিত।।৭২।।

ভগবদ্ভক্তগণ তথা-কথিত পণ্ডিতকুলের ও সংসারমত্ত জনগণের চেষ্টা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে বিশেষ দুঃখিত ছিলেন এবং ভগবদ্বিমুখ-জগতে শ্রেষ্ঠাভিমানি-জনগণকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত দেখিয়া, তাঁহাদের মঙ্গলচিন্তা-সূত্রে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। দাম্ভিক পণ্ডিতাভিমানিগণকে প্রকাশ্যে তাঁহাদিগের অসচ্চেষ্টা হইতে নিবারণ করিবার আয়োজন করিলে, তাঁহারা বুদ্ধিবিপর্যয়-দোষে দয়া-প্রদর্শনকারি-ভক্তগণকে আক্রমণ করিতে পারেন এবং তাদৃশ আক্রমণ-ফলে তাঁহাদের স্বীয় ভজনচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে,---এই আশঙ্কায় হরিবিমুখ জীবের কৈতব-কল্মষ-কলুষ-দর্শনে দুঃখ করা ব্যতীত সেই 'পরদুঃখদুঃখী' শুদ্ধভক্তগণের

অদ্বৈতের হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত ও সাক্ষাৎকৃত—

যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ।।৮৩।।

অদ্বিতীয়-ভক্তিযোগী ভক্তাগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—

অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য।।৮৪।।

অন্য কোনও পন্থান্তর ছিল না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঐসকল অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা জীবগুলি অসুরমোহিনী দেবী বিষ্ণুমায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বারা মৃত্যুপথের পথিক ও মহাবিপদ্গ্রস্ত।।

ঐ বিপন্ন জীবসমূহ কিপ্রকারে নিত্য-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের আন্তরিক দয়া উদিত হইল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সেই ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেতর-বিষয়ে সুখ পাইয়া উন্মত্ত অর্থাৎ এই ভোগায়তন বিষয়-সংসারকেই অত্যন্ত 'প্রেয়' বলিয়া বোধ করায়, তাহারা শুদ্ধভগবৎসেবা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছে।।৭৪।।

যদি শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে প্রতীপদল স্ব-স্ব প্রাকৃত-বিদ্যার মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রদর্শন করিয়া সেই পরমহংস-বৈষ্ণবকুলের বা শুদ্ধভক্তগণের ভক্তি-বিদ্যার অবমাননা করিত। তাহাদের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম এইরূপ গাহিয়াছেন,—"নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার। সে-সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু—বড় দুরাচার।।"৭৫।।

ভাগবতগণ স্বগোষ্ঠী-মধ্যে কৃষ্ণবহির্মুখ জনের সঙ্গ অনুসরণ না করিয়া কৃষ্ণেতর সেবা-প্রবৃত্তি-মার্জনরূপ গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণচরণামৃত পান ও কৃষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে থাকিলেন।।৭৬।।

যে-সময়ে তাঁহারা নিজ-নিজ কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টাদ্বারা অতিবহির্মুখ পাষণ্ডগণের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন করিতে অসমর্থ হইতেন, তখনই তাঁহারা জগতের প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ বা প্রসাদাশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেন।।৭৭।।

তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ সমাজের মধ্যেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সর্বলোকধন্য, সর্বজন-বন্দ্য ও সকল-বৈষ্ণবের মুখপাত্র হইয়া বিরাজিত ছিলেন।।৭৮।।

কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্যের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শুদ্ধভগবদ্ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেন। তিনি মধ্যযুগীয় বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্তক শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-আচার্য শ্রীরুদ্রসদৃশ লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। অসুর-মোহনের জন্য শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য যেরূপ বিচার, যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিকে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও অলৌকিক-চেষ্টা ও অনুষ্ঠানদ্বারা কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মূলে শুদ্ধজ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ শুদ্ধভক্তি-প্রচারদ্বারা 'বিষ্ণুস্বামী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদ্ধভক্তির ছলনায় রুদ্রসম্প্রদায়ের কতিপয় শিষ্য শ্রৌতপন্থা বা গুর্বানুগত্য ত্যাগ করিয়া শিবস্বামি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন; তাদৃশ শিবস্বামি-সম্প্রদায় হইতেই শঙ্করাচার্যের জন্ম। শ্রীশঙ্কর হইতেই বিদ্ধভক্তি এই জগতে প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি, উভয় ভক্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া 'এক' জ্ঞান করায় অর্বাচীন জনগণ 'নিঃশ্রেয়স' বা নিত্য-মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হন।।৭৯।।

তথ্য। (মহা ভাঃ তাৎপর্য ১।৫৩)—"পরমো বিষ্ণু রেবৈকস্তজ্জ্ঞানং মুক্তিসাধনম্। শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায় হি।।"৮০।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ত্রিভুবনের যাবতীয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারস্বরূপ কৃষ্ণচরণ-সেবাকেই নিত্যকাল আশ্রয়িতব্য বলিয়া সর্বদা ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রৌতপন্থায় 'ব্রহ্মসূত্র' নামক আকর-গ্রন্থের শ্রীব্যাসদেবের নিজেরই রচিত অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য ও সকলশাস্ত্রের সারস্বরূপ কৃষ্ণভক্তিকেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রচার করিতেন। সেই ভাগবত-ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি যাবতীয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্ত ও কুমতসমূহ নিরসন করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে একমাত্র বাস্তব সার-সত্য শ্রীভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিতেন।।৮০।।

তথ্য। হঃ ভঃ বিঃ ১১।১১০ শ্লোক-ধৃত 'গৌতমীয় তন্ত্র' বাক্য—"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।"৮১।।

কৃষ্ণভক্তি-বর্জিত লোকের দুরবস্থা-দর্শনে তাঁহার দুঃখ—

এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায়।।৮৫।।

তাৎকালিক ব্যবহার-রসমত্ত সংসারের অবস্থা-বর্ণন—

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে।।৮৬।।

তুলসীমঞ্জরী—তদীয় বস্তু এবং মহাভাগবত; গঙ্গার জল—কৃষ্ণচরণামৃত ও কৃষ্ণসেবোপযোগি-উপকরণ-বিশেষ। কৃষ্ণপূজার্থ নৈবেদ্যসমূহ কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসী-মঞ্জরী-যোগে লোক পাবনী গাঙ্গতোয়-সহ সমর্পিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তাৎকালিক দ্বাপরীয় অর্চনের বিকৃত-চেষ্টাকে শুদ্ধহরিসেবায় পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে তাদৃশ উপকরণ যোগে সর্বক্ষণ কৃষ্ণপূজা আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য,—শুদ্ধমহাজনের আচরণ দর্শন করিয়া জীবগণ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহারপূর্বক ভগবৎসেবা-পরায়ণ হইবেন।।৮১।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু—স্বয়ং বিষ্ণুর অংশাবতার, সুতরাং এতাদৃশ প্রভাব চেষ্টাশালী তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণ নাম সমগ্র জড়-জগতের ভোগবুদ্ধি ও অক্ষজজ্ঞান-দর্শন অতিক্রম ও দূর করিয়া বিষ্ণুর পরমপদ শুদ্ধসত্ত্বময় তুরীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন, তন্মধ্যে ত্রিভুবনের উর্ধ্বদেশ 'মহঃ', 'জন', 'তপঃ' ও 'সত্য' প্রভৃতি গুণজাত লোকসমূহ ভেদ করিয়া কুণ্ঠা-ধর্ম রহিত অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে সেই কৃষ্ণনাম কীর্তনদ্বারা তিনি হরিসেবা করিতে লাগিলেন।।৮২।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-পতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅদ্বৈতের প্রীতিচেষ্টার হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া তাঁহার শুদ্ধসেবা গ্রহণ করিবার মানসে তদীয় প্রার্থনা পূরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার ও তদাশ্রিতজনগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন।।৮৩।।

এইসকল কারণে অদ্বৈতপ্রভু—বিষ্ণুজনসমূহের মূল পুরুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি—সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 'সর্বপ্রধান ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার তুল্য শ্রীহরিসেবা-পরায়ণ 'বৈষ্ণব' জগতে আর নাই। তিনি-উপাদানাংশে স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব এবং আচার্য-গুরুসূত্রে হরি-সদৃশ 'ভক্তাবতার'।।৮৪।।

বহির্মুখ-জগতের হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণপূজা-প্রচার-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হরিবিমুখ লোকগণের দুরবস্থা তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ ক্লেশ দিতে লাগিল।।৮৫।।

নবদ্বীপের পণ্ডিত, মূর্খ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, সকলেই তৎকালে জগতের পাঁচ-প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রসে মুগ্ধ ছিল। কেহই সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্বক্ষণ সেব্যবস্তু কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইতে রুচিবিশিষ্ট ছিল না। লোকের রুচির এইরূপ বিকার দেখা গিয়াছিল যে, শুদ্ধহরিভজন ছাড়িয়া অন্য চেষ্টাই তাহাদের ভাল লাগিত।।৮৬।।

জগতের সকল-দ্রব্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণ শ্রীকৃষ্ণকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে জগতের দ্রব্যসম্ভারগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের ভোগের বা তুষ্টির উপকরণ বস্তু না জানিয়া আপনাদিগেরই ইন্দ্রিয়-ভোগের আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া উহাদিগকে বিবেচনা করিত। সুতরাং, তাহারা সেইসকল বস্তুকে স্ব-স্ব-কামনা বা বাসনোপযোগি-ফলদাত্রী বাশুলী-দেবী প্রভৃতি ভোগপূর্তির যন্ত্ররূপা বহু কাল্পনিক দেবতার পূজায় নিযুক্ত করিত, এমন কি, মদ্য-মাংস প্রভৃতি অমেধ্য-বস্তুকেও তাহারা পূজার উপহার বলিয়া মনে করিত। কেহ বা ইন্দ্রিয়সুখ-সাধনেচ্ছায় ধনের উপার্জনকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত।

যক্ষপূজা,— কৃপণগণ অক্ষর বা অচ্যুত-বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞান রহিত হইয়া প্রাকৃত অর্থদ ও ধনরক্ষক যক্ষগণের পূজা করিয়া থাকে। "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে" (ঈশ, ১৮) প্রভৃতি শ্রৌত-মন্ত্রগুলি যাঁহাদের জড় বাসনা-তৃপ্তির 'যন্ত্র' হইয়া পড়ে, তাদৃশ কর্মিগণই যক্ষপূজায় রত; উপনিষৎ বলেন, "এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (বৃহদাঃ ৩।৮।১০)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য, ২০ পঃ শ্রীসর্বজ্ঞ এবং যক্ষের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

বাশুলী,—বিশালাক্ষী (চণ্ডীর অপভ্রংশ)।

মদ্য,—যে বস্তুর সেবনে জীবের মত্ততা উৎপন্ন হইয়া হিতাহিত-বিবেক-রাহিত্য ঘটে। পানদোষের মূল উপকরণরূপে মদ্য এবং মাদকদ্রব্য-পর্যায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর উপাদানাংশরূপে গঞ্জিকা, অহিফেন ও তাম্রকূটাদি নানাপ্রকার মত্ততা উপস্থিত করায়।

বাশুলী ও যক্ষাদি তামসিক অপদেবতা-পূজাড়ম্বর—

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।।৮৭।।

সর্বত্র অশোক, অভয় ও অমৃতাধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণনাম-কোলাহলের পরিবর্তে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণপর অশিব-শব্দ-কোলাহল—

নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।।৮৮।।

ভগবদ্ভক্তি-তাৎপর্যহীন তথা-কথিত মঙ্গলকেই অমঙ্গলময় জানিয়া অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণের দুঃখ—

কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ।।৮৯।।

মহাকরুণ জীবদুঃখকাতর শ্রীঅদ্বৈতের চিন্তা—

স্বভাবে অদ্বৈত—বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।।৯০।।

কৃষ্ণের অবতরণেই সর্বজীবোদ্ধার আশা—

'মোর প্রভু আসি' যদি করে অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার।।৯১।।

কৃষ্ণের অবতারণ সামর্থ্যবান্ অদ্বিতীয় মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত—

তবে ত' 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই।।৯২।।

কৃষ্ণপ্রাকট্যহেতু আনন্দভরে সর্ব-জীবোদ্ধারণেচ্ছা—

আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব, গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া''।।৯৩।।

মাংস,—আসুর-স্বভাব জনগণের ভোজনোপযোগী ও শুক্রশোণিত হইতে জাত নশ্বর বাহ্য স্থূলদেহের উপাদানস্বরূপ সপ্তধাতুর অন্যতম ও রক্তের পরিণত দ্রব্যবিশেষ। দেহীর জীবদ্দশায় দেহস্থ মাংস অপবিত্রতা প্রদর্শন করে না বটে, কিন্তু ভোজনকালের পূর্বে উহা জীবত্বরহিত শবাধারে অবস্থান করে, সুতরাং তাদৃশ অমেধ্য বস্তু সদসদ্বিবেকী কোন জীবেরই গ্রহণের বস্তু নহে, পরন্তু মলমূত্রের ন্যায় ত্যাজ্য ও গর্হণীয় বস্তুমাত্র। মল-মূত্র-শুক্র-শোণিত-ভোজী জীবগণই ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনেচ্ছায় স্থূলভাবে মাংসাদি ত্যাজ্য বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন। উহা কখনই ইন্দ্রিয়াতীতসুখপ্রদ দেবতার গ্রহণের বস্তু হইতে পারে না; বিশেষতঃ, এই মাংসভোজন-ক্রিয়ার সহিত হিংসা-নাম্নী একটী সর্বাপেক্ষা নীতিগর্হিত বৃত্তি সংশ্লিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১১।৫।১১)—"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিষ্টা।।" (ভাঃ ১১।৫।১৪) "যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।" ভার্গবীয় মনু (৫।৫৬) বলেন,—"ন মাংস ভক্ষণে দোষঃ ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।"

যক্ষ,—কুবেরানুচর অপদেবযোনিবিশেষ।।৮৭।।

নৃত্য, গীত ও বাদ্য,—মত্ততাজনক ব্যসন-ত্রয়কে 'তৌর্যত্রিক' বলে। কল্যাণপ্রার্থি-জনগণ কখনই এই তৌর্যত্রিকের বশীভূত হইবেন না। ইহাদ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি হয়; তবে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে নৃত্য, গীত ও বাদ্য—কৃষ্ণানুশীলনেরই প্রকার-ভেদমাত্র, তাহাতেই জীবের পরমঙ্গল-লাভ ঘটে। যাঁহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সুখলালসায় নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা পরমমঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণনামের ভজন করিতে অসমর্থ। প্রাকৃত কোলাহল কখনও কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলনে অবসর দেয় না, সর্বদাই আকর্ষণ করিয়া জীবকে ইন্দ্রিয়তর্পণে উন্মত্ত রাখিয়া সর্বনাশ করে।।৮৮।।

যে সকল তথা-কথিত মঙ্গলের কল্পনায় কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, তাহাতে দেবতার সুখোদয় হয় না। বিষ্ণুভক্তগণই 'দেবতা', আর ঐকান্তিক বিষ্ণু-সেবা-বঞ্চিত জনগণই 'অসুর'। কৃষ্ণ ব্যতীত অপর নশ্বর অনিত্য মঙ্গলের আদর্শ অসুরগণের স্ব-স্ব রুচিরই উপযোগী, উহা প্রেয় হইলেও শ্রেয় নহে। নবদ্বীপবাসী শুদ্ধভক্তগণ, বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, অভক্তগণকে স্বকপোলকল্পিত অনিত্য-মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যাপৃত দেখিয়া সুখ লাভ করিবার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে দুঃখিত ছিলেন।।৮৯।।

অদ্বৈতপ্রভুর স্বভাব বাস্তবিকই করুণাপূর্ণ ছিল। নশ্বর জগতে করুণার যে-সকল আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কারুণ্য অদ্বৈতপ্রভুতে ছিল না। নশ্বর শরীরের প্রতি দয়া অথবা ভোগাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া যে স্বল্পকালস্থায়ি দয়ার চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাদৃশ ক্ষুদ্র ফল্গু দয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে অবস্থান করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত-প্রস্তাবে দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীবিষ্ণু ও

একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণার্চন—

নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া।।৯৪।।

শ্রীঅদ্বৈতবাঞ্ছা পূরণার্থই শ্রীচৈতন্যাবতার—

'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার'।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার।।৯৫।।

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কৃষ্ণার্চন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস।।৯৬।।
সর্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান।।৯৭।।

প্রভুর পূর্বে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের নবদ্বীপে আবির্ভাব—

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায়।।৯৮।।
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস।।৯৯।।

প্রসঙ্গক্রমে ভক্তগণের নামোল্লেখ, নতুবা গ্রন্থবিস্তার-ভয়—

একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব, জানি যাঁর।।১০০।।

সমস্ত ভক্তই একান্ত কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ—

সবেই স্বধর্মপর, সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বই কেহ না জানয়ে আর।।১০১।।

বৈষ্ণবঠাকুর জীবের প্রকৃত নিত্যমঙ্গলোদ্দেশেই জীবকে মায়া-মুক্ত করেন। এই ভোগায়তন জগতে যে-সকল কৈতবপূর্ণ দয়ার চিত্র দেখা যায়, তদ্দ্বারা জীবের ভোগপরতা হইতে উদ্ধার সম্ভব হয় না। বিষ্ণুবিমুখ বদ্ধজীবের কাল্পনিক সুখ-সুবিধার প্রবৃত্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে অর্থাৎ তাহার স্বরূপোদ্বোধন কার্যে, তাহাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নিজ-করুণা লাভের যোগ্যতা অর্জনে সুযোগ প্রদান করিতে হয়।।৯০।।

ভগবদ্‌বস্তু---পূর্ণচেতনময়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাময়, সুতরাং সেই সত্যবিগ্রহ করুণা করিয়া অজ্ঞ জীবগণের নিকট অবতরণ করিলে জীবের স্বরূপ পুনরুদ্‌বুদ্ধ হয় এবং মায়িক ভোগ হইতে যে সে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে,---শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এরূপ চিন্তা হইয়াছিল।।৯১।।

করুণা-বারিধি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিতে বলিলেন,---যদি বৈকুণ্ঠনাথকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়া জগতের প্রতি করুণা বিতরণ করাইতে পারি, তাহা হইলেই অভিন্ন-বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য-নাম সার্থক হয় এবং আমার উল্লাস বৃদ্ধি হয়।।৯২।।

বৈকুণ্ঠনাথকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়া সকল জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত কৃষ্ণনামাশ্রয়ে নৃত্যগীতাদিদ্বারা তাহাদের ভোগ-বুদ্ধি অপসারিত করাইলে আমার আনন্দ-বৃদ্ধি হয়।।৯৩।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আন্তরিক চেষ্টা-ক্রমেই যে শ্রীচৈতন্যদেব জগতের ভোগপরায়ণ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবার সদ্‌বুদ্ধি উদয় করাইয়া মঙ্গল বিধান করিতেছেন,---একথা স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বারংবার জানাইয়াছেন।।৯৫।।

শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রীবৃন্দাবনভিন্ন অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন-বিলাস সংঘটিত হইত।।৯৬।।

চারিভাই,---শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি; কৃষ্ণ নাম গায় অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ'-নাম মহামন্ত্র গান করিতেন; ত্রিকাল,---প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে; গঙ্গাস্নান,---শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতদ্বারা জীবের বদ্ধাবস্থার চিত্তমল ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পাপপুণ্যসংগ্রহ-প্রবৃত্তি পরিহার করিবার জন্যই অবগাহন।।৯৭।।

নিগূঢ়ে, বিশেষ গুপ্তভাবে, অপরকে না জানাইয়া।।৯৮।।

জগদীশ,---(গৌঃ গঃ ১৯২ শ্লোক) "অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশহিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽঘসৎ প্রভুঃ।।" (ঐ ১৪৩ শ্লোক--) "আসীদ্‌ব্রজে চন্দ্রহাসোনর্তকো রসকোবিদঃ। সোঽহং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিতঃ।।" এই গ্রন্থের আদি ৪র্থ অধ্যায়ে এবং চৈঃ চঃ আদি ১১ শ পঃ ৩০ ও ১৪ পঃ ৩৯ সংখ্যায় একাদশী-তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হিরণ্যজগদীশের গৃহস্থিত বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ---"জগদীশপণ্ডিত---পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন-প্রাণ।।"

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চির-সৌহার্দ ও চিরবান্ধব-ব্যবহার—

সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার।।১০২।।

কৃষ্ণভক্তিবিহীন লোকের দুর্দশা-দর্শনে ভক্তগণের মনোবেদনা—

বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি' সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার।।১০৩।।

লোকের কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তনে বৈমুখ্য-দর্শনে ভক্তগণের দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ভক্তসঙ্গে একত্র কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন—

কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা-আপনি সবে করেন কীর্তন।।১০৪।।

শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সকলের সম্মিলন ও কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তনমুখে মনোদুঃখ-লাঘব—

দুই চারি দণ্ড থাকি' অদ্বৈতসভায়।
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায়।।১০৫।।

সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণভক্তিবিমুখ ভব-মহাদাবদগ্ধ-দর্শনে সকল ভক্তের দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক মৌনভাবে অবস্থান—

দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন।।১০৬।।

জীবের দুর্দশা দর্শনে সকল বৈষ্ণবেরই দুঃখাতিশয্য ও সান্ত্বনাভাব—

সকল বৈষ্ণব মেলি' আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে।।১০৭।।

গোপীনাথ,---গোপীনাথ আচার্য, নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী বিপ্র এবং সার্বভৌমের ভগিনীপতি। (গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক--) ''পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্যো নির্মলত্বেন বিশ্রুতঃ।।'' কাহারও মতে, ইনি ব্রহ্মা; (গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক---) ''গোপীনাথাচার্য-নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্র বেদিভিঃ।।'' (চৈঃ চঃ আদি ১০ ম পঃ ১৩০---) ''বড়শাখা এক, সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য।।''

শ্রীমান—শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপাবাসী ও প্রভুর প্রথম কীর্তনের সঙ্গী। দেবীভাবে প্রভুর নৃত্য-কাচের দিন ও নৃত্যকালে সর্বত্র মশাল জ্বালিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ---''আদ্যাশক্তিবেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ।। সম্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।।'' (চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৭---) ''শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা---প্রভুর নিজভৃত্য। দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য।।''

শ্রীগরুড়,---শ্রীগরুড়পণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী ও প্রভুর সঙ্গী। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ---) ''চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে।।'' (গৌঃ গঃ ১৭ শ্লোক--) ''গরুড়পণ্ডিতঃ সোহদ্যঃ গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ।।'' (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ৭৫---) ''গরুড়পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল। নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল।।''

গঙ্গাদাস,---নিমাই ইঁহার নিকটই 'কলাপ' ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। প্রভুর গৃহের অতি সন্নিকটে গঙ্গানগরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। (গৌঃ গঃ ৫৩ শ্লোক---) ''পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ। স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাস সুদর্শনৌ।।'' (ঐ ১১১ শ্লোক---) ☆☆ ''গঙ্গাদাসঃ প্রভু প্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্‌যো দুর্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ।।'' (চৈঃ চঃ আদি ১০ ম পঃ--) ''প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়---পণ্ডিত গঙ্গাদাস। যাঁহার স্মরণে হয় সর্ববন্ধ-নাশ।।''৯৯।।

প্রত্যেক ব্যক্তির আনুপূর্বিক ঘটনা এস্থলে বলিতে গেলে গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া কেবলমাত্র যাঁহাদের কথা আমি জানি, তাঁহাদের কথাই প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে উদ্ধার করিব।।১০০।।

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণ সকলেই প্রভুর ন্যায় মহাবদান্য এবং ভগবদ্ধর্ম-পরায়ণ; তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোন প্রকার গতি অবগত ছিলেন না।।১০১।।

ভক্তগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরস্পরের ভগবৎ সেবার আনুকূল্য অনুমোদন করিতেন। তাঁহারা নিজস্বরূপের বিষয় অবগত না হইয়াই স্ব-স্ব-রুচিক্রমে বৈষ্ণবের প্রতি মিত্রতা করিয়াছিলেন।।১০২।।

কর্মফলবাধ্য জীবগণের চিত্তে ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি না দেখিয়া ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছিল।।১০৩।।

জীবদুঃখদুঃখী শ্রীঅদ্বৈতের উপবাস, বৈষ্ণবগণের দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ—

দুঃখ ভাবি' অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।।১০৮।।

তাৎকালিক জগদ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-মূলক কৃষ্ণ-কীর্তন-নর্তন-বাদন বা কার্ষ্ণ-তত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা—

'কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্তন?
কারে বা বৈষ্ণব বলি', কিংবা সংকীর্তন?১০৯।।

জনৈষণা, ধনৈষণা ও পুত্রৈষণাদি ভোগ-প্রমত্ত দেহ-গেহারামী ইন্দ্রিয়দাস পাষণ্ডিগণের জীব-বান্ধব বৈষ্ণবগণের প্রতি উপহাস—

কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে।।১১০।।

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সন্ধ্যায় কৃষ্ণনাম-কীর্তন—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে।।১১১।।

শুদ্ধভক্তমুখে নামকীর্তন-শ্রবণে ভোগের ব্যাঘাত-হেতু নামবিরোধী পাষণ্ডীর ভয় ও দুশ্চিন্তা—

শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে,—"হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ।।১১২।।

সনাতন-ধর্ম-বিরোধী যবন-নৃপতির বিরোধাশঙ্কা—

মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার।।"১১৩।।

কোন কোন ভক্তদ্বেষী পাষণ্ডীর নির্দোষ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের প্রতি হিংসা—

কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে।।১১৪।।

কোন জীবেরই হরিকথা-শ্রবণেচ্ছা দেখিতে না পাওয়ায় গৌরভক্তগণ নিজে নিজেই হরিসংকীর্তন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।।১০৪।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সমক্ষে ভক্তগণ দুইচারি দণ্ডকাল থাকিয়া কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের সকল দুঃখ অপনোদন করিতেন।।

ভক্তগণ সর্বত্রই কৃষ্ণেতর বিষয়-কথার প্রাবল্য দেখিয়া প্রাকৃত-জগতের কৃষ্ণবহির্মুখ লোকগুলিকে অসম্ভাষ্য জানিয়া, তাহাদের পরিণাম যে শুভজনক নহে, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেন।।১০৬।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া জগতের সকল মানবকে তাহাদের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইবার যত্ন করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিত না।।১০৭।।

জগতের লোকসকল হরিকথা বুঝিতে না পারায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জীবের দুঃখে খিন্ন হইয়া উপবাস করিতেন এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণও তাহাতে অকৃত-কার্য হওয়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন।।১০৮।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে কি-জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে নৃত্য ও কীর্তন করিতেন, বৈষ্ণব কে এবং সংকীর্তনের উদ্দেশ্য কি,—সাধারণ জনগণ এইসকল তত্ত্বজিজ্ঞাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। অধুনা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ যে কৃষ্ণ কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও সাধারণ লোক ও কর্ম-জ্ঞান-জড় জনগণ বুঝিতে পারিতেছেন না।।১০৯।।

বিষয়িগণ ধনপুত্র প্রভৃতিকেই জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করায় শুদ্ধবৈষ্ণবকে চিনিতে পারে না বা কৃষ্ণকীর্তনের উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারে না; তাহারা বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিদ্রূপ বা হাস্য পরিহাস করে।।১১০।।

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীবাসাঙ্গনে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রিকালে হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন।।১১১।।

বৈষ্ণববিদ্বেষী প্রতীপগণ শ্রীবাসের চেষ্টা দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন। তারকব্রহ্ম হরিনাম গান করিলে সকলজীবের নিস্তার বা উদ্ধার হয়, সুতরাং গ্রামের সকল সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য হরিনাম-গানদ্বারা ধ্বংস হইবে,—এরূপ আশঙ্কা করিতেন। 'এ ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিত।।১১২।।

মহাতীব্র,—অতিপ্রচণ্ড, প্রবলপ্রতাপান্বিত।

পরমসত্যবস্তু নামকীর্তনকারীর অভাবে শ্রীনাম-বিরোধী পাষণ্ডীর উল্লাস ও তথাকথিত মঙ্গল-কল্পনা—

এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল।।''১১৫।।

পাষণ্ডিগণের উন্মত্ত প্রলাপ-শ্রবণে জীবহিতৈষী ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে দুঃখ-নিবেদন—

এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি' 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ।।১১৬।।

মহাবিষ্ণুর অবতার লোকশাসক অদ্বৈতপ্রভুর ক্রোধাবেশে প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই' সর্ব-বৈষ্ণবেরে বোলে।।১১৭।।

শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করাইতে প্রতিজ্ঞা—

'শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণে সর্বনয়ন-গোচর।।১১৮।।

অচিরে কৃষ্ণকর্তৃক সর্বজীবোদ্ধার ও ভক্তগণসহ লীলানুষ্ঠান হইবে বলিয়া আশ্বাস-দান—

সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা-সবা' লৈয়া।।১১৯।।

স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে চতুর্ভুজ প্রকটিত করিয়া পাষণ্ড বিনাশ-পূর্বক স্বীয় দাস্যের সার্থকতা-সম্পাদন-প্রতিজ্ঞা—

যবে নাহি পারোঁ, তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি-ভুজ, চক্র লইমু হাতে।।১২০।।
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ—প্রভু মোর, মুঞি—তাঁর দাস।।''১২১।।

কৃষ্ণকে অবতারণার্থ নিরন্তর কৃষ্ণার্চন—

এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ।।১২২।।

সকল ভক্তের একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণার্চন—

ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া।।১২৩।।

সমগ্র নবদ্বীপের সর্বত্র সকলকেই ভক্তগণের কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণকীর্তন-বিহীনরূপে দর্শন—

সর্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন।।১২৪।।

জীবের দুর্দশা ও দুর্মতি-দর্শনে ভক্তগণের দুঃখ বর্ণন—

কেহ দুঃখে চাহে নিজ-শরীর এড়িতে।
কেহ 'কৃষ্ণ' বলি' শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে।।১২৫।।

যবন নরপতি,— সৈয়দ ও লোদীবংশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের অনুগত বঙ্গের শাসকসম্প্রদায়। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপনগরে অহর্নিশ হরিনামকীর্তনের প্রবল উৎস ও প্রচারের কথা শ্রবণ করিলে সেই ভগবদ্‌ভক্তিবিদ্বেষী শাসক-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন ও নগরবাসীকে অতিশয় নির্যাতন করিবেন।।১১৩।।

কেহ কেহ বিচার করিলেন,—'এই কীর্তনকারী শ্রীবাস পণ্ডিতকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইঁহার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জলে ভাসাইয়া দিব।।'' ১১৪।।

'যদি শ্রীবাসকে এই রাজধানী হইতে কোনপ্রকারে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই গ্রামের উন্নতি হইবে; শ্রীবাস এগ্রামে থাকিলে বিধর্মী নরপতি গ্রামবাসীর সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি ধ্বংস করিবে।।''১১৫।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই সকল বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি অগ্নিশর্মা হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসনের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া বৈষ্ণব গণকে বলিতে লাগিলেন।।১১৭।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—হে শুক্লাম্বর, হে গঙ্গাদাস, হে শ্রীবাস, শ্রবণ কর; কৃষ্ণ-প্রতীতির অভাবেই জগদ্‌বাসীর এইরূপ দুর্বুদ্ধি হইয়াছে; আমি সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেখাইব, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া সকলকেই উদ্ধার করিবেন। তোমাদের ন্যায় ভক্তগণের সহিত তিনি কৃষ্ণ-সেবার প্রয়োজনীয়তা সমগ্র জগদ্‌বাসীকে বুঝাইয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন।।১১৮-১১৯।।

জগতের কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কুব্যবহার-দর্শনে ভক্তগণের মনঃকষ্ট—

অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি' পায় দুঃখে।।১২৬।।

সকল ভক্তেরই স্ফূর্তি-রাহিত্য—

ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্‌যোগ।।১২৭।।

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব—

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম।।১২৮।।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়ে একচক্রা-গ্রামে অবতরণ—

মাঘ-মাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভ-দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে।।১২৯।।

সর্বচিৎসত্তা জনকেরও জনকত্ব—

হাড়াইপণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ।।১৩০।।

প্রেমদাতা পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামের শুভাবির্ভাবের ফল—

কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি' নিত্যানন্দ-নাম।।১৩১।।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি, পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন।।১৩২।।
সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ-পুনঃ সুমঙ্গল।।১৩৩।।

কৃষ্ণকীর্তনপূর্বক দৈববর্ণাশ্রমি-জীবগুরু অবধূত বা পরমহংসের বেষে নিত্যানন্দের সর্বভারতে কারুণ্য-বিতরণার্থ ভ্রমণ—

যে-প্রভু পতিত-জনে নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি' ভ্রমিলা জগতে।।১৩৪।।

গৌরাবতার প্রসঙ্গ-বর্ণন—

অনন্তের প্রকার হইলা হেন-মতে।
এবে শুন,—কৃষ্ণ অবতরিলা যেন-মতে।।১৩৫।।

শুদ্ধসত্ত্ব-তনু জগন্নাথ-মিশ্র—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর।।১৩৬।।

মহাভাগবত মিশ্র—

উদারচরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা।।১৩৭।।

জগন্নাথ মিশ্রে সর্ব বাসুদেব-তত্ত্বের জনকবর্গের অর্থাৎ সর্ব শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন—

কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র।।১৩৮।।

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-সেবা-রসের সর্বাশ্রয়াকর মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শচীদেবী—

তাঁন পত্নী শচী-নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা।।১৩৯।।

অষ্ট কন্যার তিরোধানের পর পুত্ররূপে শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব—

বহুতর কন্যার হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ।।১৪০।।

যদি আমি ভগবান্‌কে এখানে আনিয়া কৃষ্ণ-ভজন-প্রথা প্রচার না করাইতে পারি, তাহা হইলে আমার শরীর হইতে চারি হস্ত প্রকাশ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মদ্বারা পাষণ্ডিগণের শিরশ্ছেদন করিব এইরূপ করিতে পারিলেই আমি জানিব যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু এবং আমি— তাঁহার যোগ্য ভৃত্য।।১২১।।

সঙ্কল্প করিয়া —দৃঢ় ও অবিচলিতচিত্তে।।১২২।।

তাৎকালিক জীবগণের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি না দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখভরে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন; কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, কেহ বা উপবাস প্রভৃতি দ্বারা জীবদুঃখকাতরতা প্রদর্শন করিতেন। কৃষ্ণবিমুখ জগতের ব্যবহার-দর্শনে সকলভক্তের চিত্তই দুঃখে অবসন্ন হইয়াছিল।।

ভক্তগণ ভগবদাবাহন-কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সাংসারিক ভোগ ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন এবং ভক্তগণের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্‌ও প্রপঞ্চে অবতরণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।।১২৭।।

অলৌকিক-সৌন্দর্যৈশ্বর্য-ভূষিত শ্রীবিশ্বরূপপ্রভু—

বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি—যেন অভিন্ন-মদন।
দেখি' হরষিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ।।১৪১।।

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণেতর-সেবায় বিরক্তি ও সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহত্ব—

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইল বিরক্তি।
শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্ত্তি।।১৪২।।

তৎকালীন সমাজের বিষ্ণুভক্তিহীনতা ও ভাবি-কালোচিত অসদাচারপরতা—

বিষ্ণুভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।১৪৩।।

ধর্মের গ্লানি ও ভক্তগণের দুঃখ-মোচনার্থ ভগবান্ গৌরসুন্দরের শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয় বিপ্রদম্পতি-হৃদয়ে আবির্ভাব—

ধর্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
'ভক্তসব দুঃখ পায়' জানিয়া অন্তরে।।১৪৪।।

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান।।১৪৫।।

প্রভুর আবির্ভাব জানিয়া কৃষ্ণসেবকবর শ্রীঅনন্তদেবের মুখে মঙ্গলজয়ধ্বনি—

জয়-জয়-ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে।।১৪৬।।

সাক্ষাদ্ভগবত্তেজোপ্রভাবে বিপ্রদম্পতির অলৌকিক ঔজ্জ্বল্য—

মহাতেজো-মূর্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য-জনে।।১৪৭।।

ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণের গর্ভস্তবে উদ্যোগ—

অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া।।১৪৮।।

ভগবদৈশ্বর্যবর্ণনপর বেদেরও অগোচর মাধুর্যময় ভগবজ্জন্মাদি-প্রসঙ্গ—

অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথা।।১৪৯।।

দেববৃন্দের গর্ভস্তুতি-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি-লাভ—

ভক্তি করি' ব্রহ্মাদি-দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য-শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি।।১৫০।।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদেশক্রমে অনন্তদেবের আকর বস্তু শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে রাঢ়দেশে 'একচক্রা'-গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।।১২৮।।

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী-দিবসে শুদ্ধসত্ত্বময়ী পদ্মাবতীদেবীর গর্ভে শুদ্ধসত্ত্বময় হাড়াই-পণ্ডিতের ঔরসে তাঁহার অবতরণ হইয়াছিল।।১২৯-১৩০।।

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে সকল রাঢ়দেশ ক্রমশঃ মঙ্গল-পূর্ণ হইয়া উঠিল।।১৩৩।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মায়াবদ্ধ পতিত-জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমহংস অবধূতের বেষ ধারণ করিয়া পরিব্রাজকরূপে বিচরণ করিতেন।

অবধূতবেষ,—সন্ন্যাসীর চিহ্নাদি-ধারণ ব্যতীত ভোগীর সজ্জায় অপরের অক্ষজজ্ঞানের বিচারাধীন না হইয়া বেষপ্রদর্শন।।১৩৪।।

শ্রীজগন্নাথমিশ্রের উদারচরিত্র বর্ণনা করিবার উপমা—জগতে বিরল।।১৩৭।।

উপেন্দ্রের পিতা কশ্যপমুনি, রামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ, বাসুদেবের পিতা বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনের পিতা গোপরাজ নন্দ প্রভৃতি সকল শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বই জগন্নাথ-মিশ্রে দেদীপ্যমান ছিল।।১৩৮।।

প্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্বে শচীদেবীর আটটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পুত্র শ্রীবিশ্বরূপই প্রভুর জন্মকালে প্রকট ছিলেন।।১৪০।।

শ্রীবিশ্বরূপ মদনসদৃশ রূপবান্ ছিলেন, তাহাতে পিতা মাতার আনন্দবৃদ্ধি হইত।।১৪১।।

বিশ্বরূপ আ-জন্ম প্রাকৃত-ভোগায়তন কৃষ্ণেতর-বিষয়সেবায় বিরক্ত ছিলেন; শিশুকালেই তাঁহার সকল-শাস্ত্রে পারদর্শিতা হইয়াছিল।।১৪২।।

কলির প্রারম্ভেই কলির পরিণাম যাবতীয় কদাচার প্রবল হওয়ায় সকল সংসার বিষ্ণুপূজা-রহিত হইল।।১৪৩।।

গর্ভস্তোত্রারম্ভ,—প্রভুর (১) সর্বকারণ-কারণত্ব,
(২) কৃষ্ণসংকীর্তন-প্রবর্তকত্ব—

জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্তন-হেতু অবতার।।১৫১।।

(৩) বেদগোপ্তৃত্বে, ধর্মসেতুত্ব, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পালকত্ব,
(৪) দুষ্টদমনত্ব—

জয় জয় বেদ-ধর্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল।।১৫২।।

(৫) শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহত্ব, (৬) নিরঙ্কুশেচ্ছাময়ত্ব,
(৭) পরমেশ্বরত্ব—

জয় জয় সর্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর।।১৫৩।।

(৮) জগন্নিবাসত্ব, (৩) অধোক্ষজ বাসুদেবস্বরূপে
গৌরচন্দ্রের শুদ্ধসত্ত্বময় শচীগর্ভ-সিন্ধুতে উদয়—

যে তুমি—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ।।১৫৪।।

(১০) দুরবগাহ-লীলাময়ত্ব, (১১) সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতুত্ব—

তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—তোমার লীলা-মাত্র।।১৫৫।।

(১২) ইচ্ছা ও বাক্যমাত্রেই অসুর-বিনাশে সামর্থ্য-সত্ত্বেও
ভক্ত-বৎসল ভগবানের দশরথ-বসুদেবাদির
গৃহে অবতরণ—

সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।'
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে? ১৫৬।।
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা-সবারে।।১৫৭।।

(১৩) স্ব-লীলাভিজ্ঞতা—

এতেকে কে বুঝে, প্রভু, তোমার কারণ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন।।১৫৮।।

(১৪) প্রত্যেক প্রভু-সেবকের ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধার-সামর্থ্য—

তোমার আজ্ঞায় এক এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার।।১৫৯।।

ধর্মের গ্লানি ঘটিলে ও ধর্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্যই কৃপালু ভগবান্ ও ভক্তগণের 'অবতার' হয়। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন।।১৪৫।।

ভগবৎসেবক শ্রীঅনন্তদেব অসংখ্যমুখে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ ও শচী স্বপ্নের ন্যায় সেইসকল শুনিতে লাগিলেন।।১৪৬।।

(ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির নিকট নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন-মুনিকর্তৃক কলিযুগপাবনারতারী শ্রীগৌরসুন্দরের স্তুতি-বাক্য—) "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মী, ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিতমন্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।১৪৮।।

ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই অতি-গোপনীয় কথা শ্রবণ করিলে কৃষ্ণে রতি-মতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।।১৫০।।

মহাপ্রভু—সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, সুতরাং সকল কারণের কারণ। বদ্ধজীবের উদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত সংকীর্তন করিবার উদ্দেশ্যে সপরিকর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।।১৫১।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্ব-কৃত ভাগবত তাৎপর্য-ধৃত শ্রুতিবচন—) "স হি সর্বাধিপতিঃ সর্বপালঃ স ঈশঃ স বিষ্ণুঃ পতিঃ বিশ্বস্যাত্মেশ্বরঃ।।"১৫২।।

কৃষ্ণলীলার অবসানে প্রপঞ্চে বেদধর্ম, সাধু ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আশ্রয়চ্যুত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন ও হেতুবাদিগণের তর্কপন্থা বিনষ্ট করিয়া বাস্তবসত্য বেদধর্মের অনুগত সাধু-বিপ্রের মর্যাদা সংরক্ষণ করেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসম্প্রদায়ের নিকট তিনি—সাক্ষাৎ মহাকাল যমসদৃশ।।১৫২।।

(১৫) যুগধর্ম-শিক্ষকত্ব—

তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি'।
সর্ব-ধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি'।।১৬০।।

(ক) সত্যযুগে শুক্লবর্ণ-পরিগ্রহ ও ব্রহ্মচারিরূপে তপোধ্যান-শিক্ষা-প্রদান—

সত্য-যুগে তুমি, প্রভু, শুভ্র বর্ণ ধরি'।
তপো-ধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি'।।১৬১।।
কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি'।
ধর্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি'।।১৬২।।

(খ) ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ-পরিগ্রহ এবং যজ্ঞেশ্বর হইয়াও যাজ্ঞিকরূপে যজন-শিক্ষা-প্রদান—

ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই' যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম।।১৬৩।।
স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ, আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া।।১৬৪।।

(গ) দ্বাপরে শ্যামবর্ণ-পরিগ্রহ ও পীতবাস মহারাজরূপে অচর্ন-শিক্ষা-প্রদান—

দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে-ঘরে।।১৬৫।।
পীতবাস, শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি'।
পূজা কর, মহারাজরূপে অবতরি'।।১৬৬।।

(ঘ) কলিযুগে পীতবর্ণ-পরিগ্রহ ও সুগুহ্য কৃষ্ণ-সংকীর্তন-শিক্ষা-প্রদান—

কলি-যুগে বিপ্ররূপে ধরি' পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সংকীর্তন-ধর্ম।।১৬৭।।

(১৬) অসংখ্য অবতারাবলী-বীজত্ব—

কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার?১৬৮।।

তদেকাত্ম অর্থাৎ লীলাবতারগণ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের লীলা-বর্ণন; (১) মৎস্য ও (২) কূর্মাবতার—

মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর'।
কূর্মরূপে তুমি সর্ব-জীবের আধার।।১৬৯।।

(৩) হয়গ্রীবাবতার—

হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই মধু-কৈটভে সংহার।।১৭০।।

(৪) বরাহ ও (৫) নৃসিংহাবতার—

শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদার।।১৭১।।

(৬) বামন ও (৭) পরশুরামাবতার—

বলিরে ছল' অপূর্ব্ব বামনরূপ হই'।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী।।১৭২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের কলেবর—নিত্যসিদ্ধ-অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সেই নিরঙ্কুশ ও স্বতন্ত্রেচ্ছাময় মহামহেশ্বর পুরুষ সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।।১৫৩।।

দেবগণ আরও গর্ভস্তুতিমুখে বলিলেন,—হে শচীগর্ভ সমুদ্রে উদিত চন্দ্র, তুমিই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়-স্থল।

যিনি ইচ্ছাময়, সমগ্র জগৎ সংহার করিতে সমর্থ, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই কংস-রাবণের ন্যায় বিষ্ণুবিদ্বেষিগণ বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলেও তিনি লীলাময় বলিয়া দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে এবং বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়া কংসকে বধ করিয়াছিলেন।।১৫৭।।

"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩) এই শ্রুতিমন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া যেসকল তর্কনিষ্ঠ-হৃদয় ভগবানের স্বেচ্ছাবতারের বিচার বুঝিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে স্বীয় মায়ায় মোহিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের বিচারাধীন না হইয়া তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ কর।।১৫৮।।

"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"।।১৫৯।।

শুভ্র,—যুগধর্মোচিত সত্যযুগাবতারগৃহীত শুক্লবর্ণ।।১৬১।।

(৮) রাঘব ও (৯) বলভদ্রাবতার—

রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার।।১৭৩।।

(১০) বুদ্ধ ও (১১) কল্ক্যাবতার—

বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম করহ প্রকাশ।
কল্কিরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ।।১৭৪।।

(১২) ধন্বন্তরি ও (১৩) হংসাবতার—

ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান।।১৭৫।।

(১৪) নারদ ও (১৫) ব্যাসাবতার—

শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি' কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখান।।১৭৬।।

সর্বাবতারী অখিলরসামৃত-মূর্তি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণলীলা—

সর্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে বহু-রঙ্গে।।১৭৭।।

ভক্তরূপে স্বয়ংরূপ অবতারী শ্রীগৌরের অবতরণ—

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্বশক্তি পরচারি'।।১৭৮।।

নামসংকীর্তন ও প্রেমভক্তির বন্যায় জগৎপ্লাবন—

সংকীর্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেম-ভক্তিপরচার।।১৭৯।।

নিজ-ভক্তগণসহ নর্তনানন্দ—

কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব-দাস।।১৮০।।

কৃষ্ণাজিন,---কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম; ইহা যজ্ঞের উপাদান-রূপে ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বসন; দণ্ড,--একদণ্ড, বা ত্রিদণ্ড; পলাশ, খদির ও বেণুনির্মিত যষ্টি, অথবা, বজ্রদণ্ড, ইন্দ্রদণ্ড, ব্রহ্মদণ্ড ও জীবদণ্ড, এই দণ্ডচতুষ্টয়ের সংযোগে 'ত্রিদণ্ড' নির্মিত হয়; কমণ্ডলু ---অলাবু, কাষ্ঠ প্রভৃতি নির্মিত জলপাত্র; জটা,--ক্ষৌরাভাবে জটিলতাক্রমে পরস্পরসম্বন্ধ কেশগুচ্ছ।

ব্রহ্মচারিগণ বিলাসপ্রিয় গৃহস্থের ন্যায় সর্বদা ক্ষৌর বিধানের সুযোগ প্রাপ্ত হন না; তজ্জন্য তাঁহাদিগের নখ-রোমাদি ধারণ করিতে হয়। বিলাসিতার মধ্যে যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহাদের নখকেশাদি-ধারণ অভদ্রতার চিহ্ন হইলেও ব্রহ্মচারীর তাহাতে উপযোগিতা আছে। অন্যাশ্রমস্থিত ব্যক্তির উহাতে অধিকার নাই।।১৬২।।

স্রুক্---(স্রু+অপাদানে ক্বিপ্), যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বিকঙ্কত বৃক্ষের (বৈঁচ-গাছের) কাষ্ঠনির্মিত বাহুপ্রমাণ, মূলদেশে একটি দণ্ডযুক্ত, ঈষৎ গর্তবিশিষ্ট হংসের মুখসদৃশ একটি প্রণালীযুক্ত এবং হস্ত প্রমাণ মুখভাগে খাতবিশিষ্ট পাত্রবিশেষ।

স্রুব---(স্রু+অপাদানে ক), যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত খদিরকাষ্ঠনির্মিত অঙ্গুষ্ঠপর্বের ন্যায় গোলাকৃতি মুখভাগবিশিষ্ট এবং নাসার ন্যায় অর্ধপর্বখাত পাত্রবিশেষ।।১৬৪।।

মহারাজরূপে,---'ছত্রচামরাদিযুক্ত' হইয়া (ভাঃ ১১।৫।২৮) শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত 'ভাবার্থদীপিকা')।।১৬৬।।

বেদগোপ্য সংকীর্তন-ধর্ম,---প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির সাহায্যে অক্ষজজ্ঞানে যে বেদশাস্ত্রের ধারণা, তাহা---জড় ভোগপরমাত্র। ভগবানের কথা-কীর্তনরূপ আত্মধর্ম---বেদের বাহ্যবিচারে সুষ্ঠুভাবে দৃষ্ট না হইলেও বেদগোপ্তা ও ভাগবতধর্মজ্ঞ সদ্ধর্মপ্রণেতা শ্রীঅধোক্ষজের সেবারূপে বহির্জগতে প্রকটিতা; অর্থাৎ উহা---বৈকুণ্ঠ-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীনামপ্রভুর সেবা। কলিযুগাবতার ---গৌরবর্ণ এবং জগদ্গুরু আচার্য ব্রাহ্মণরূপে সংকীর্তন-ধর্মের শিক্ষক। দ্বাপরযুগে নাম ও রূপের সেবা-প্রকার--অর্চনময়; ত্রেতাযুগে উহা---যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানময়; সত্যযুগে উহা---ধ্যানাত্মক। এই চারিপ্রকার যুগধর্মের প্রবর্তক শিক্ষকরূপে ভগবান্ যুগোচিত ধর্মের গুরুর (আচার্যের) কার্য করিলেন। সত্যে ব্রহ্মচারী, ত্রেতায় গৃহস্থ, দ্বাপরে বানপ্রস্থ, কলিতে ভিক্ষুক-আশ্রমোচিত সাধনের প্রকার-ভেদ অবতারণা করেন।।১৬৭।।

তথ্য। (ভাঃ ১১।৫।২০-২৭,৩২---) "কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধি নেজ্যতে।। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলু। মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ। যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ।। হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ। ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে।। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্-স্রুবাদ্যুপলক্ষণ।। তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং

গৌরভক্তগণের মাহাত্ম্য-বর্ণন; তাঁহাদের ইচ্ছা-মাত্রেই অমঙ্গল-নাশ—

যে তোমার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে।
তাঁ-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে।।১৮১।।

তাঁহাদের পদস্পর্শে ও দৃষ্টিপাতেই ভূতলের ও সর্বদিকের অশুভ-নাশ ও শুভোদয়—

পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক্ হয় সুনির্ম্মল।।১৮২।।

তাঁহাদের নৃত্যমাত্রে স্বর্গেরও বিঘ্ন-নাশ—

বাহু তুলি' নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস।।১৮৩।।

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়স্পর্শে ভূমি, দিক্ ও স্বর্গের অমঙ্গল-নাশ—

(তথাহি পদ্মপুরাণে ও হরিভক্তিসুধোদয়ে ২০।৬৮)—

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসাদ্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ।।১৮৪।।

প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া নিজ-জনসহ নাম-সংকীর্তন ও প্রেম-দান-লীলা—

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া।।১৮৫।।

গৌরমহিমা—অবর্ণনীয়, গৌরের বেদগুহ্য কৃষ্ণভক্তি-বিতরণ—

এ মহিমা, প্রভু, বর্ণিবার কার শক্তি?
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি! ১৮৬।।

দেবগণের মুক্তি অপেক্ষাও গূঢ়তর ভক্তি-কামনা—

মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি'।
আমি-সব যে-নিমিত্তে অভিলাষ করি।।১৮৭।।

মহাবদান্যতাই জগদ্গুরুর নাম-প্রেম-বিতরণের কারণ—

জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ।।১৮৮।।

শ্রীনামপ্রভুর আশ্রয়েই সর্বযজ্ঞের পূর্ণতা—

যে তোমার নামে প্রভু সর্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ।।১৮৯।।

স্বগণসহ প্রভুর লীলা-দর্শনার্থ দেবগণের প্রভু-সমীপে প্রার্থনা—

এই কৃপা কর, প্রভু, হইয়া সদয়।
যেন আমা'-সবার দেখিতে ভাগ্য হয়।।১৯০।।

প্রভুর জলকেলিতে গঙ্গার মনোবাঞ্ছা-পূরণ—

এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির-অভিমত।।১৯১।।

যোগীর ধ্যেয়বিগ্রহ মহাযোগেশ্বর মহাপ্রভু—

যে তোমারে যোগেশ্বর-সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবে নবদ্বীপ-গ্রামে।।১৯২।।

প্রভুর লীলাধাম শ্রীনবদ্বীপ-বন্দনা—

নবদ্বীপ-প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার।।১৯৩।।

ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রত্যহ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের স্তুতি—

এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি' ঈশ্বরের করেন স্তবনে।।১৯৪।।

জগন্নিবাস প্রভুর শুদ্ধসত্ত্ব শচীগর্ভে বাস—

শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব-ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি' হইল প্রকাশ।।১৯৫।।

হরিম্। যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ।। বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ। বৃষকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্যতে।। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (ভাঃ ১।৩।২৬—) "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।।"১৬৮।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।১৫-১৬—) "রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুযোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতংমনুম্।। সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ।।"১৬৯।।

সর্বমঙ্গলনিলয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমা—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল।।১৯৬।।

গ্রহণচ্ছলে কৃষ্ণ-কীর্তন-প্রচার—

সংকীর্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার।।১৯৭।।

পরমেশ্বর মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চন্দ্রগ্রহণ—

ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়?
চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়।।১৯৮।।

চন্দ্রগ্রহণ-দর্শনে নবদ্বীপবাসীর হরিসংকীর্তন—

সর্ব-নবদ্বীপে,—দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্তন।।১৯৯।।

অসংখ্য নবদ্বীপবাসীর হরিকীর্তনপূর্বক গঙ্গাস্নান—

অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল' 'হরি বোল' বলি' সবে ধায়।।২০০।।

ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ-ভেদী হরিধ্বনি—

হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব-নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়।।২০১।।

গ্রহণকালে হরিকীর্তন-হেতু ভক্তবৃন্দের নিত্য গ্রহণ-কামনা—

অপূর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে,—"নিরন্তর হউক গ্রহণ"।।২০২।।

সর্ব ভক্তহৃদয়ে প্রভুর আবির্ভাব-লক্ষণ-দর্শনে সমুল্লাস—

সবে বলে,—"আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।।"২০৩।।

চতুর্দিকে নিরন্তর হরিধ্বনি—

গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিকে হরি-সংকীর্তন।।২০৪।।

নবদ্বীপবাসী সকলের মুখেই হরিধ্বনি—

কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সবে 'হরি' বোলে দেখিয়া 'গ্রহণ'।।২০৫।।

সর্ববিশ্ব-ব্যাপী হরিধ্বনি—

'হরি বোল' 'হরি বোল' সবে এই শুনি।
সকল-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি।।২০৬।।

স্বর্গে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভি-বাদন—

চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
'জয়' শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ।।২০৭।।

তথ্য। (লঘু ভাঃ পূঃ খঃ ১৮—) "প্রাদুর্ভূয়ৈব যজ্ঞাগ্নের্দানবৌ মধু-কৈটভৌ। হত্বা প্রত্যানয়দ্বেদান্ পুনর্বাগীশ্বরীপতিঃ।।"১৭০।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।৭—) "দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধরিষ্যন্নপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ।।" (ভাঃ ১।৩।১৮—)"চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্। দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা।।"

কর হিরণ্য বিদার,—হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ কর অর্থাৎ চিরিয়া ফেল।।১৭১।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।১৯-২০—) "পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বর বলে। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্।। অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্।।"১৭২।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।২২—) "নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্যাণ্যতঃপরম্।।"১৭৩।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।২৪-২৫—)"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।। অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।।"১৭৪।।

তথ্য। (ভাঃ ২।৭।১৯—)"তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্। জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব।।" (ভাঃ ১।৩।১৭—) "ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া।।"১৭৫।।

তথ্য। (ভাঃ ১।৩।৮—) "তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ।। (ভাঃ ১।৩।২১—)"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখাদৃষ্ট্বাপুংসোঽল্পমেধসঃ।।"১৭৬।।

এতদবসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণ—

হেনই সময়ে সর্বজগৎ-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।।২০৮।।

ধানশী—

গৌরাবির্ভাব-কাল-বর্ণন; সকলঙ্ক ইন্দু—রাহুগ্রস্ত, হরিনাম-সিন্ধু—উদ্বেলিত, কলি—পরাজিত ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে জয়ধ্বনি—

রাহু-কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা।।২০৯।।

প্রভু-দর্শনে লোকের শোক-নাশ—

দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক- শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ।।ধ্রু।।২১০।।

প্রভুর আবির্ভাবে বাদ্য-নিনাদ—

দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু-বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু,
বৃন্দাবনদাস গান।।২১১।।

ধানশী—

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—

জিনিঞা রবি-কর, শ্রীঅঙ্গ-সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি।। ধ্রু।। ২১২।।

প্রভুর আবির্ভাবে আ-ব্রহ্ম স্তম্ব সোল্লাস হরিধ্বনি—

(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আ-ব্রহ্ম ভরি' শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ।।২১৩।।

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—

চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমালা।
চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আ-জানু বাহু বিশাল।।২১৪।।

তথ্য। 'সর্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী',--ভাঃ ১০।৪৪।১৪)---"গোপ্যস্তপঃ কিম্‌চরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্য-সিদ্ধম্। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্ একান্ত ধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।।"

কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে,---(লঘু-ভাঃ পূঃ খঃ ৩৩৪, ৫২০ ও ৫৩৮--) "বিবিধাশ্চর্য-মাধুর্য-বীর্যৈশ্বর্যাদিসম্ভবাৎ। স্বস্যদেবাদি-লীলাভ্যো মর্ত্যলীলা মনোহরাঃ।।" "ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্বদা। তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্বতোঽধিকা।।" "অসমানোর্ধ্বমাধুর্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ। জঙ্গমস্তাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য---) "সন্তি ভূরীণি রূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্‌গুণৈঃ। ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা।।" (পাদ্ম-বাক্য---) "চরিতং কৃষ্ণদেবস্য সর্বমেবাদ্ভুতং ভবেৎ। গোপাল-লীলা তত্রাপি সর্বতোঽতিমনোহরা।।" (তন্ত্র বাক্য---) "কন্দর্পকোট্যর্বুদরূপশোভা-নীরাজ্য-পাদাজনখাঞ্চলস্য। কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তের্ধ্যানং পরং নন্দসূতস্য বক্ষ্যে।" প্রভৃতি আলোচ্য।

যাবতীয় অবতারের লীলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অখিল সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ-রসময় কৃষ্ণের গোকুলবিহারই পূর্ণতমতা-বিজ্ঞাপক।।১৭৭।।

গৌরাবতারে তুমি ভক্তরূপে পাঁচপ্রকার নিত্যসেবা প্রচার-মুখে কীর্তন করিবে।।১৭৮।।

দেবগণের স্তবে শ্রীগৌরাবতারের লীলা সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র জগৎ কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তনে পূর্ণ সুখ লাভ করিবে। তৎকালে প্রতিগৃহেই ভগবানের প্রেমসেবার কথা প্রচারিত হইবে। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃষ্ণ কীর্তনকারক ও প্রচারকসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার লীলার ইঙ্গিত দেখা যায়। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই প্রেমভক্তির আচার্য ও প্রচারক। হরিভজনের কৃত্রিম অনুকরণের দ্বারা যথার্থ 'প্রচার' হয় না, যেহেতু উহা 'আচার' নহে। কৃষ্ণসেবার অনুসরণকারী দুঃসঙ্গ বিমুক্ত সদাচারবিশিষ্ট ভক্তই প্রতিগৃহে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচার করিতে সমর্থ।।১৭৯।।

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে হর্ষোল্লাস ও জয়ধ্বনি,
কিন্তু কলির বিমর্ষ ও বিষাদ—

দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য-ধন্য,
উঠয়ে জয়জয়-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল হরিষে বিষাদ।।২১৫।।

'নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতি-নিরাজিত পাদপঙ্কজান্ত',
কুযোগিগণের 'বিদূরকাষ্ঠ' শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু—

চারি-বেদ-শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর,
বৃন্দাবনদাস গানে।।২১৬।।

পঠমঞ্জরী
(একপদী)

গৌরেন্দূদয়ে সর্বদিকে আনন্দ—

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ-দিকে উঠিল আনন্দ।।ধ্রু।।২১৭।।

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—

রূপ কোটিমদন জিনিঞা।
হাসে নিজ-কীর্তন শুনিয়া।।২১৮।।
অতি-সুমধুর মুখ-আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি।।২১৯।।
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে।
সব-অঙ্গে জগ-মন লোভে।।২২০।।

জগতে অবতীর্ণ তোমার যাবতীয় অবতারগণের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেই প্রচার ও মঙ্গলানুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়; কিন্তু তোমার এই গৌরাবতারে সমগ্র পৃথিবী আজ কীর্তনানন্দপ্রকাশপূর্বক আনন্দিত। তোমার অনন্তকোটি দাসের সহিত তুমি সমগ্র পৃথিবীকে আনন্দময় করিয়া নৃত্য করিবে।।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১।৫)—"কৈবল্যং..... বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে..... যৎকারুণ্যকটাক্ষ বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।"১৮১।।

অনিত্য পৃথিবীতে ত' ত্রিতাপ আছেই, এমন কি, অনিত্য স্বর্গসুখের অভ্যন্তরেও নিত্যানন্দ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। স্বর্গের বিঘ্ন দ্বিবিধ, একপ্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণজনিত ভগবদ্বিমুখতা; অপরপ্রকার অসুরাদিদ্বারা পুণ্যার্জিত স্বর্গ-ভোগচ্যুতি। যেকালে স্বর্গবাসি-দেবগণ বিষ্ণুসেবার আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন, তখন পতনশীল নশ্বর স্বর্গের হেয়ত্ব থাকে না। দেবোপম-চরিত্র অথচ নিষ্কাম—এতাদৃশ কৃষ্ণ ভক্তই ঊর্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য করেন। ভগবানের কীর্তি—নিষ্কলঙ্কা এবং অমন্দোদয়া-দয়া-প্রদা এবং ভগবদ্দাসও অলৌকিক-অশেষগুণসম্পন্ন। হেন,—এ হেন, এই প্রকার; উৎকর্ষার্থে ব্যবহৃত।।১৮৩।।

অন্বয় (হে) রাজন্, কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ (নর্তনাৎ, যদ্বা, নৃত্যতঃ নর্তনপরস্য কৃষ্ণভক্তস্য) পদ্ভ্যাং (চরণাভ্যাং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ), দৃগ্ভ্যাং (চক্ষুর্ভ্যাং) দিশঃ, দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) দিবঃ (স্বর্গস্য) চ অমঙ্গলম্ (অশুভম্) উৎসাদ্যতে (বিনশ্যতি)।।১৮৪।।

অনুবাদ। হে রাজন্, (ভগবন্নামে) নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণভক্তের অথবা কৃষ্ণভক্তের নৃত্যফলে তাঁহার চরণযুগল পৃথিবীর, নেত্রদ্বয় দিক্সমূহের এবং বাহুদ্বয় স্বর্গের অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করেন।।১৮৪।।

হে প্রভো গৌরসুন্দর, তুমি স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন গৌররূপ; তোমার নিত্যপরিকরগণের সহিত তুমি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কীর্তনমুখে প্রেম-ভক্তি-প্রচার-লীলা দেখাইবে। তোমার মহিমা বর্ণন করিবার শক্তি দেবমানবাদি কাহারও নাই। দেব-মানবাদির জ্ঞান—ভোগপর, আর বেদে গূঢ়ভাবে সংরক্ষিত, অথচ অপ্রকাশিত শুদ্ধ কৃষ্ণসেবারূপ চরমকল্যাণ-বিতরণ-কার্যটী তোমার এই গৌরাবতারেই সম্ভব। শ্রীদামোদরস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু স্বকৃত কড়চায় বলিয়াছেন,—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু শচীনন্দনঃ।।" ১৮৫-১৮৬।।

(ভাঃ ২।১০।৬—)"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এবং (ভাঃ ৫।৬।১৮—) "অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্"—এই শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।।১৮৭।।

গৌরসূর্যোদয়ে সর্ব অভদ্র-তমো-নাশ—

দূরে গেল সকল আপদ।

ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ।।২২১।।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।

বৃন্দাবনদাস গুণ গান।।২২২।।

নটমঙ্গল—

গৌরাবির্ভাবে দেবগণের মঙ্গল-জয়ধ্বনি—

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,

উঠিল পরম মঙ্গল রে।

সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি',

আনন্দে হইলা বিহ্বল রে।।ধ্রু।।২২৩।।

শেষ-ভব-বিরিঞ্চাদি দেবগণের নররূপ ধরিয়া হরিকীর্তন—

অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি' যত দেব,

সবেই নররূপ ধরি' রে।

গায়েন 'হরি' 'হরি', গ্রহণ-ছল করি',

লখিতে কেহ নাহি পারি রে।।২২৪।।

নররূপি-দেবগণের নবদ্বীপবাসি-সহ একত্র হরিকীর্তন—

দশ-দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,

বলিয়া উচ্চ 'হরি' 'হরি' রে।

মানুষে দেবে মেলি', একত্র হঞা কেলি,

আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে।।২২৫।।

শচীদেবীর প্রাঙ্গণে মানবের অলক্ষ্যে দেবগণের ভূমিষ্ঠপ্রণাম—

শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,

প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।

গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,

দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে।।২২৬।।

আমরা—দেবতা, সকল প্রকারে সদ্‌গুণে বিভূষিত এবং সকলপ্রকার অভাবের অতীত, সুতরাং আমাদের আর কোন ইতরাভিলাষ নাই। ভগবান্ বিষ্ণুর সেবাই আমাদের একমাত্র অভিলাষ; যেহেতু আমরা—ভগবৎসেবা-বঞ্চিত, তজ্জন্য সেই সেবাতেই যেন পুনরায় অধিকার পাই,—ইহাই প্রার্থনা। সেই সেবাধিকাররূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিতে জগতের আপামর সকলকেই তুমি অধিকার প্রদান করিবে। এই অধিকার লাভ করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই বটে, কিন্তু অযোগ্যগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করিবার শক্তি কেবলমাত্র তোমারই আছে; সুতরাং তোমার করুণাই তোমার দয়া লাভ করিবার একমাত্র কারণ।।১৮৭-১৮৮।।

সর্বযজ্ঞ,—ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন ও কীর্তন, এই চতুর্বিধ যজ্ঞের পূর্ণতা একমাত্র শ্রীহরিনাম হইতেই সিদ্ধ। তোমার প্রদত্ত তোমারই নামকীর্তনে সকল যজ্ঞপূর্ণ হয়; সেই নাম প্রচারক তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতেছ।।১৮৯।।

দেবগণ স্তবে বলিতেছেন,—আমাদের এইরূপ সৌভাগ্য হউক,—যদ্দ্বারা আমরা প্রপঞ্চে তোমার নিত্য শ্রীগৌরলীলার প্রাকট্য সন্দর্শন করিতে পারি।।১৯০।।

অনাদিকাল হইতে গঙ্গাদেবী 'কৃষ্ণচরণামৃত'-নামে প্রসিদ্ধা হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের শিরে ধৃত হইয়াছিলেন। জগতের মঙ্গলার্থ তিনি হরিদ্বার হইতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া তীরবাসি-জনগণের কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তিনি যে তোমার পাদসংস্পৃষ্ট উদক্,—এই কথা অর্বাচীন লোকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, তজ্জন্য গঙ্গা-দেবী জগতে ভগবৎপাদধৌত সলিলরূপে পরিচিতা হইয়া যাহাতে তোমারই সেবা করিতে পারেন, এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। অতঃপর তোমার পাদপ্রক্ষালন ও অবগাহনাদিদ্বারা গঙ্গার সেই মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিবে।।১৯১।।

যোগেশ্বরগণ তোমার ধ্যেয় শ্রীরূপ তাঁহাদের অনুশীলনীয় বৃত্তিদ্বারা দর্শন করেন। সেই অপ্রাকৃত নিত্য রূপ তুমি নবদ্বীপগ্রামে তথাকার অধিবাসিগণকে প্রদর্শন করিবে।।১৯২।।

যে-ধাম তোমার পদাঙ্কলাভের অধিকারী হইবেন, সেই ধামকে আমি নমস্কার করি। তিনি শ্রীনারায়ণের শক্তিপ্রভাব 'দুর্গা' বা 'নীলা' (লীলা)-শক্তিরূপিণী ও সকলভক্তের সেব্যা। এই শ্রীমায়াপুর-ধামস্থিত যোগপীঠ শচী-জগন্নাথ গৃহই ভগবানের আবির্ভাব-ক্ষেত্র অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম—বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভক্তচিত্তাভিন্ন বৃন্দাবনের অভিন্নস্বরূপ এবং শ্রীগুরুপদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নবধা-ভক্তিময়-সেবাধার।।

দেবগণের বিবিধ হর্ষোল্লাস-চেষ্টা—

কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম-হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ নাচে, গায়, বা'য় রে।।২২৭।।

সাবরণ অধোক্ষজ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তত্ত্ব—অক্ষজজ্ঞানী কুযোগীর অজ্ঞেয়—

সব-ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে।।২২৮।।

মঙ্গল (পঞ্চম রাগ)

বেদগুহ্য শ্রীগৌর-দর্শনার্থ দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও উৎকণ্ঠা—

দুন্দুভি-ডিণ্ডিম- মঙ্গল-জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে।। ধ্রু।। ২২৯।।

অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ও চতুর্দশ-ভুবনরূপ ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে অবস্থিত, সেই সর্বাধার ভগবান্ শচীর গর্ভে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-পর্যন্ত শচীগর্ভে ভগবানের অবস্থিতি। শচীগর্ভসিন্ধু বিশুদ্ধসত্ত্বময়।।১৯৫।।

ঐ পূর্ণিমা-তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুমঙ্গল পুঞ্জীভূত করিয়া সেই-সব-সম্পত্তিবিশিষ্ট হইল।।১৯৬।।

সূর্যচন্দ্রগ্রহণকালে পুণ্যকর্মের সহিত হরিনাম করিবার প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাদৃশ নামোচ্চারণ তুচ্ছফলপ্রদ হইলেও জগতের সকলের মুখে শ্রীনামোচ্চারণাভিনয়সহ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন।

সেই রাত্রিতেই প্রদোষকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। লোকসকল অজ্ঞাতসারে ভগবজ্জন্মদিনে হরিনামকীর্তনে ও গঙ্গাস্নানাদিতে ব্যস্ত ছিল।।২০০।।

রাহু,---সূর্যের ভ্রমণপথ ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ যেখানে সম্পাত হইয়াছে, তাহার একস্থানকে' 'রাহু' ও অপরস্থানকে ' কেতু' বলে। রবি পথ ও চন্দ্রের ভ্রমণবর্ত্ম ছয়রাশি বা ১৮০ অংশ পৃথ্বীস্থ দ্রষ্টার নিকট ব্যবহিত হইলে পৃথ্বীচ্ছায়া চন্দ্রোপরি পতিত হয়। এই পৃথ্বীচ্ছায়াকেই 'রাহু' বলে। সূর্যোপরাগে পৃথ্বীস্থ দ্রষ্টার নিকট চন্দ্রদ্বারা রবি ব্যবহিত হইলে উহাকে 'রাহু' বা 'কেতু'-গ্রাস বলে। চন্দ্রগ্রহণেও পৃথ্বীচ্ছায়াই 'রাহু' নামে কথিত। 'কবল'-শব্দে কবলিত।

রাহু-গ্রাস বা চন্দ্রগ্রহণ-কালে জীবগণের মুখে প্রকাশিত শ্রীনামরূপসমুদ্র, এবং তৎসঙ্গে কলিবিনাশ-নিদর্শন জয় পতাকার পৎ-পৎ শব্দে উড্ডয়ন; পঁহু---প্রভু; ভেল--হইল।

চতুর্দশ ভুবন,---মহঃ, জন, তপঃ, সত্য ও ভূর্ভুবঃস্বরাদি সপ্ত বরলোক, এবং অতল, বিতলাদি সপ্ত অবরলোক।।২০৯।।

গাজে,---গর্জন করে অর্থাৎ ধ্বনি করে; বিষাণ,---রামশিঙ্গা।।২১১।।

জিনিঞা রবিকর,---সূর্যের কিরণকেও জয় বা পরাভূত করিয়া; 'শ্রীঅঙ্গসুন্দর'---পাঠান্তরে, 'শ্রীঅঙ্গ উজোর' অর্থাৎ উজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ। সূর্যের কিরণ যেরূপ তীব্র-তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে উহা দর্শন করা দুঃসাধ্য; সুতরাং তদপেক্ষাও প্রভাময় শ্রীগৌরদেহকেও দর্শন করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। শ্রীগৌরের অপাঙ্গ-ঈক্ষণ ও বিশাল নয়ন---অনুপম, বিশেষতঃ, গৌর-কলেবর---কৃষ্ণ-কলেবর সহ অভিন্ন।।২১২।।

বিজয়,---বিজয়ে, প্রপঞ্চে শুভাগমনে।।২১৩।।

শ্রীচৈতন্যদেব---চারিবেদের শিরোভাগ উপনিষদের মুকুটসদৃশ অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মার প্রণম্য ও "নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নদ্যুতি-নিরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত"।।২১৬।।

দশদিকে,---পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ---এই চতুর্দিক; ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈর্ঋৎ, এই চারি বিদিক্ এবং উধ্ব ও অধোদিক্।।২১৭।।

স্বর্গে দেবগণের মঙ্গলধ্বনি, শুভসজ্জা ও স্বসৌভাগ্য-প্রশংসা—

আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য-পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ-মাঝে রে।।২৩০।।

দেবগণের পরস্পরের প্রতি হর্ষোল্লাস-প্রকাশ—

অন্যোঽন্য আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন-ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া-পুরন্দর- জনম-উল্লাসে
আপন-পর নাহি জানে রে।।২৩১।।

দেবগণের নবদ্বীপে আসিয়া গৌরদর্শনে হর্ষ ও জয়ধ্বনি—

ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য-জয়জয় গান রে।।২৩২।।

গ্রহণচ্ছলে উচ্চ হরিধ্বনি-মধ্যে অবতীর্ণ 'কোটীচন্দ্র-জিনি' নর-বপু গৌরের রূপ-দর্শন—

দেখিল শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটিচান্দ রে।
মানুষ রূপ ধরি', গ্রহণ-ছল করি',
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে।।২৩৩।।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীগৌরপ্রভুর শুভ আবির্ভাব—

সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ- চাঁদ-প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে।।২৩৪।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রজন্মবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পাষণ্ডী,—ভক্তের বিদ্বেষী ও নিন্দক, ভগবদ্দাস দেবগণকে তদধীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত সমজ্ঞানী। চৈতন্য-নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যরস বৃন্দাবন গান করেন।।২২৮।।

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব—বেদেরও অগোচর; অদ্য (ভগবজ্জন্মদিনে) সেই বেদেরও অপ্রকাশিত বস্তু স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; অতএব সত্বর চল, তাদৃশ বস্তুর দর্শনে আর অধিক বিলম্বের প্রয়োজন নাই।।২২৯।।

ইন্দ্রপুর,—অমরাবতী।।২৩০।।

অন্যোঽন্যে—পরস্পর-পরস্পরে।।২৩১।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়।